ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪৩২
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

তড়কা বা অ্যানথ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার

- অসুস্থ পশু জবাই করবেন না
- মৃত পশু খোলা স্থানে ফেলবেন না
- মৃত পশু মাটিতে গভীরভাবে পুঁতে ফেলুন

মৃত পশুদেহকে কুকুর বা শকুনের ভক্ষণ হতে বিরত রাখুন

- গবাদিপশুকে নিয়মিত তড়কা রোগের টিকা দিন।
- আক্রান্ত গবাদিপশুর চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- আক্রান্ত গবাদিপশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, নাড়ী-ভুঁড়ি, চামড়া বা পশমের সংস্পর্শে এলে মানুষও অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্তান্ত হতে পারে।

জনসচেতনতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৫

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে

১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক ১৪৩২ পর্যন্ত
(০৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর ২০২৫)

২২ দিন

ইলিশ মাছ ধরা নিষেধ

এই ২২ দিন সারাদেশে

- ইলিশ পরিবহন,
- মজুদ,
- বেচা-কেনা এবং
- বিনিময় করা যাবে না।

কেউ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনসচেতনতায়ঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
প্রচারেঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

প্রকাশনায়ঃ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.fild.gov.bd

ত্রৈমাসিক
আমিষ বার্তা
১ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪৩২
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
ও
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সার্বিক সহযোগিতায়
মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা
ও
ইয়াসমিন আক্তার
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
নুসরাত মমতাহিনা
সহকারী চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৫-৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ই-মেইল:
headquarter@flid.gov.bd
ilo@flid.gov.bd
iof@flid.gov.bd

ওয়েবসাইট
www.flid.gov.bd

সম্পাদকীয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর-সংস্থার নিরলস শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রাণিজ আমিষ বিশেষকরে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মাছ উৎপাদিত হয়েছে ৫০.১৮ লাখ মে.টন। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে উৎপাদন ছিল ৪২.৭৭ লাখ মে.টন। গত পাঁচ বছরে দেশে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৭.৪১ লাখ মে.টন। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত সরকার অভয়াশ্রম তৈরি, মাছ ধরার নিষিদ্ধকালিন সময়ে জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ, জলবায়ু ও পরিবেশ সহনশীল মাছ চাষের সম্প্রসারণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরলস গবেষণা পরিচালনা ও মৎস্য চাষিদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন ও খামারিদের অনুপ্রাণিত করতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক দিচ্ছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় এবার মৎস্য খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের ১৬ ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকমানের ও দেশীয় গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করছে সরকার।

মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে দেশ। দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে মাংস, ডিম এবং দুধ যথাক্রমে উৎপাদিত হয়েছে ৮৯.৫৪ লাখ মে.টন, ২,৪৪০.৬৫ কোটি এবং ১৫৫.৩৮ লাখ মে.টন। এসব খাতে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার পাহাড়ি এলাকায়ও নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও দানাদার খাদ্য বিতরণ; প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, গৃহ নির্মাণ উপকরণ বিতরণ থেকে শুরু করে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুর টিকা সরবরাহ করা হচ্ছে। মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার রোগমুক্ত অঞ্চল তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে; পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির হাঁস-মুরগী ও গবাদি-পশুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোড় দিচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি সহায়তায় নবনব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে; যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে সমৃদ্ধ করছে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সকল জনহিতকর ইতিবাচক সংবাদ দেশের সর্বস্তরের মানুষের উপকারে আসবে।

আশাকরি এবারের আমিষ বার্তায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে এ খাত আরও সমৃদ্ধ হবে।

সূচিপত্র

০১.	প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদনে জোর দিতে প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান	০৩
০২.	পাঁচ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭ লাখ টন	০৪
০৩.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিবের যোগদান	০৪
০৪.	'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৫
০৫.	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান	০৬
০৬.	হালুয়াঘাটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাঝে গরু ও গো-খাদ্য বিতরণ	০৭
০৭.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিবের মতবিনিময় সভা	০৭
০৮.	বাংলাদেশে মাছ নিয়ে গবেষণা	০৮-০৯
০৯.	জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে তথ্য দপ্তরের পদক্ষেপসমূহ	০৯
১০.	পুষ্টি জোগান ও অর্থনীতির গতিশীলতায় মৎস্য খাতের অবদান	১০-১১
১১.	বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমদানির খবর ভিত্তিহীন	১২
১২.	কোস্ট গার্ডকে "জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫" প্রদান	১২
১৩.	চট্টগ্রামের ফকির চান পেলেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার	১৩
১৪.	হালদা নদীর ডিম সংগ্রাহক পেলেন জাতীয় মৎস্য পদক	১৩
১৫.	মাছ চাষে সফল রহমত আলী পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার	১৩
১৬.	গবাদিপ্রাণীতে যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ভবিষ্যতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৪
১৭.	মাছ কেটেই জীবিকা নির্বাহ	১৪-১৫
১৮.	ইনকিউবেটরে হাঁসের বাচ্চা ফুটিয়ে মাসে আয় ৩ লাখ টাকা	১৫
১৯.	ধারদেনা করে শুরু এখন তিনি কোটিপতি পোনাচাষি	১৬
২০.	দেশীয় জাতের গবাদিপশু বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৬-১৭
২১.	ভিক্ষা ছেড়ে দুধ বিক্রি করে স্বাবলম্বী প্রতিবন্ধী আবুল হোসেন	১৭
২২.	সারা দেশে যে জলাশয়গুলো আছে সেগুলো রক্ষা করার জন্য আমরা কাজ করে যাব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৮
২৩.	দেশীয় মাছের সংরক্ষণ ও উৎপাদনে ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম	১৯-২০
২৪.	একটি গাভী দিয়ে শুরু এখন বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা	২০
২৫.	নদীতে খাঁচায় মাছ চাষে স্বাবলম্বী	২০-২১
২৬.	গরুর খামারে সফল উদ্যোক্তা বসিলার মুক্তা	২১
২৭.	মাছের পোনা উৎপাদনে সফল দিনাজপুরের সাদেকা বানু	২২
২৮.	পানি ছাড়াই হাঁস পালনে সফল ফরিদপুরের নাহার]	২২-২৩
২৯.	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের টেকসই সংরক্ষণে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	২৩-২৪
৩০.	লেয়ার পালন করে তফজুল এর বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ টাকা	২৪-২৫
৩১.	বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ ও ইকোসিস্টেম জরিপ শুরু করছে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২৫-২৬
৩২.	ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর	২৬
৩৩.	পাঁচ বছরে কাঁকড়া রপ্তানি বেড়ে ৩ গুণ	২৭
৩৪.	নিরাপদ আমিষ নিশ্চিত করা হলে মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২৭-২৮
৩৫.	মা ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ রাজশাহীতে	২৮
৩৬.	লিটনের মৎস্য খামারে বছরে মাছ উৎপাদন ৪২০ টন	২৮
৩৭.	আজিজের খামারে প্রতিদিন ১১০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়	২৯
৩৮.	অতিরিক্ত বালাইনাশকে হাওরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২৯
৩৯.	অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জরুরি ও সমন্বিত কার্যক্রম	৩০
৪০.	মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি সুনীল অর্থনীতিতে দেশেই ক্যারিয়ার	৩০-৩১
৪১.	দেশের প্রথম বাণিজ্যিক ঘোড়ার খামার	৩১-৩২
৪২.	মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিবের মতবিনিময় সভা	৩২
৪৩.	বিড়ালের খাবার আমদানি বছরে ৪০০ কোটি টাকার	৩২
৪৪.	অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি	৩৩
৪৫.	জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	৩৪
৪৬.	স্থানীয়ভাবে ডাক প্লেগ রোগের ভাইরাস সংগ্রহ করে বাকৃবির গবেষক দলের "ইনঅ্যাক্টিভেটেড এবং লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড" ভ্যাকসিন তৈরি	৩৪

প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদনে জোর দিতে প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান

গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণ কার্যক্রম জোরদার করতে এবং প্রাণিসম্পদ খাতকে আধুনিকায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ খাতে বিশাল সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশ এখনও তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি। বুধবার (৩০ জুলাই ২০২৫) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠকে তিনি বলেন, 'এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী মন্ত্রণালয়; এর আওতায় আমাদের সমুদ্রও আছে, খামারও আছে। কিন্তু আমরা এখনও সমুদ্রের জগতে পুরোপুরি প্রবেশ করিনি। আমাদের জানতে হবে আমাদের কী কী ধরনের মাছের সম্পদ আছে, কী হারাচ্ছি এবং কেন আমরা পিছিয়ে আছি। এই খাতটি আমাদের অর্থনীতির জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে যদি আমরা সঠিকভাবে এগোই। তিনি বঙ্গোপসাগরে সুষ্ঠু জরিপ পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দেন, যাতে গভীর সমুদ্র মাছ ধরার অঞ্চল চিহ্নিত করা যায়। প্রয়োজনে জাপান বা থাইল্যান্ড থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে বলেও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'জাপান ইতোমধ্যে ই আমাদের সাহায্য করতে চায় বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছে; যৌথ উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব কি না, তা দেখা যেতে পারে। তবে তার আগে নির্ভরযোগ্য তথ্য দরকার। এটা শুধু বেশি মাছ ধরার বিষয় নয়; এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার বিষয়। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, 'কক্সবাজারের বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে গবেষণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে, যাতে বিশ্বমানের বিশেষজ্ঞদের চিন্তা ভাবনা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়। এই কাজগুলোর অবশ্যই নীতিনির্ধারণে প্রতিফলন থাকতে হবে। শুধু গবেষণার জন্য গবেষণা নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; এভাবেই আমরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেব। 'প্রাণিসম্পদ প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'খাদ্যের সংকট, রোগ এবং ভ্যাকসিনের উচ্চমূল্য এখনো গবাদিপশু খামারিদের জন্য বড় সমস্যা। আমাদের দেশে পশুখাদ্য ও ভ্যাকসিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। খরচ কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। 'তিনি আরও জানান, বিশ্বের হালাল মাংস বাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা অনেক। হালাল মাংস বাজারের শীর্ষে থাকা মালয়েশিয়া এখানে বিনিয়োগ করতে চায়। এটা অবশ্যই আমাদের কাজে লাগানো উচিত। এছাড়া কোরবানির ঈদকে ঘিরে কাঁচা চামড়ার বাজারে সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগামী বছর যেন একই পরিস্থিতি না হয়, তার জন্য আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে হবে। কাঁচা চামড়ার ক্ষেত্রে ন্যায্য ও স্বচ্ছ বাজার নিশ্চিত করতে হবে। বৈঠকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমাদ তাইয়্যেব এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ৩০ জুলাই ২০২৫)

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

পাঁচ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭ লাখ টন

পাঁচ বছরে দেশে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৭ দশমিক ৪১ লাখ টন। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ছিল ৪২ দশমিক ৭৭ লাখ টন। ২০২৩-'২৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ দশমিক ১৮ লাখ টনে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের সেমিনারে এ তথ্য জানানো হয়। বুধবার (২০ আগস্ট ২০২৫) সকালে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিএফআরআইয়ের মহাপরিচালক (সা.দা.) অনুরাধা ভদ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব (রু.দা.) মো. তোফাজ্জেল হোসেন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ফারাহ শাম্মী ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুর রউফ। অনুষ্ঠানে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএফআরআইয়ের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মশিউর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা আখতার বলেন, 'আমরা প্রাকৃতিক ভাবে এমন স্থানে আছি, যেখানে মাছ না খেয়ে বাঁচার উপায় নেই। দেশে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে বিএফআরআইয়ের গবেষণার ফলে ৪১ প্রজাতির মাছ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মূলপ্রবন্ধে ড. মো. মশিউর রহমান বলেন, দেশে ৬৬৯টি অভয়াশ্রম আছে; যার জমির পরিমাণ ১ হাজার ১৬৯ হেক্টর। তিনি বলেন, পাঁচ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৭ দশমিক ৪১ লাখ টন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রু.দা.) মো. তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এখন থেকে নিজেরাই অভয়াশ্রম ঘোষণা করতে পারবে। সে জন্য আইন সংশোধন করা হয়েছে। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০২৫)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিবের যোগদান

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের ২১ আগস্ট ২০২৫ খ্রী. তারিখে যোগদান করেছেন। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদন করেছেন। এ মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (গ্রেড-১) হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এ অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেখানে হারমনি ফেস্টিভাল ও টেস্ট অব বাংলাদেশ ফুড ফেস্টিভাল আয়োজন করেন যা আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং খাবারের বৈচিত্র্য দেশে ও বিদেশে প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখেছে। জনাব জাবের ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঢাকা ও নেত্রকোণায় সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তীতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে নেত্রকোণা সদর উপজেলায় এবং

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায় সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সচিবের একান্ত সচিব হিসেবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়-এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সিনিয়র সহকারী সচিব এবং উপসচিব পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বিশ্বব্যাংক, ঢাকা অফিসে কনসালটেন্ট হিসেবে তিনি বাংলাদেশ ওয়েদার এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিওনাল প্রজেক্ট এবং পৌরসভা অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া তিনি লাইব্রেরি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি দেশে ও বিদেশে জনপ্রশাসন, সুশাসন, তথ্য প্রযুক্তি, ভূমি রেকর্ড ও ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ক্লাইমেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান সিকিউরিটি, এগ্রিকালচার এন্ড লাইভলিহুড সিস্টেম, মডার্ন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এন্ড হেলথকেয়ার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নবযোগদানকৃত সচিব দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস, থাইল্যান্ড ও ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সরকারি কাজে শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, চীন, ভিয়েতনাম, ডেনমার্ক, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বিবাহিত এবং এক মেয়ে ও এক ছেলের গর্বিত পিতা। আবু তাহের মুহাম্মদ জাবেরকে ২০ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে পদায়ন করা হয়েছে।

‘আর ভি মীন সন্ধানী’ জাহাজের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বঙ্গোপসাগরে মৎস্য গবেষণায় নিয়োজিত মৎস্য অধিদপ্তরের অত্যাধুনিক গবেষণা জাহাজ ‘আর ভি মীন সন্ধানী’ (Research Vessel Meen Shandhani)-এর চলমান জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকালে সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা জাহাজে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণার অগ্রগতি এবং সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। জাহাজটি সমুদ্রের গভীরতা, তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, পানির গুণমান এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। কক্সবাজারের ইনানি থেকে ৫ নটিক্যাল মাইল গভীর সমুদ্রে ডেমারসাল সার্ভে এবং রাতে কলাতলী থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল গভীর সমুদ্রে শ্রিম্প সার্ভে পরিচালনা করা হয়। এ সময় ট্রলিং কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাক্রমে ২০ প্রজাতির মাছ এবং ১০ প্রজাতির চিংড়ি আহরণ করা হয়। ট্রল নেট সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবেই এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিদর্শনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুর রউফ এবং আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজের স্কিপার লে. কমাণ্ডার শরফুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরিচালক ড. মঈন উদ্দিন আহমেদ বিভিন্ন গবেষণা তথ্য উপস্থাপন করেন। এ পর্যন্ত আর ভি মীন সন্ধানী জাহাজ দ্বারা ৫৪টি ক্রুজ পরিচালিত হয়েছে। এসব অভিযানে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল ও গভীরতা থেকে ৪৫৯ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী শনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৩৫৩ প্রজাতির মাছ, ২৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩০ প্রজাতির হাঙ্গর ও হাউস, ২৭ প্রজাতির কাঁকড়া, ৩ প্রজাতির লবস্টার, ১৪ প্রজাতির সেফালোপোড এবং ৬ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ। জাহাজটি বর্তমানে শ্রিম্প সার্ভে (১০-১০০ মিটার), ডেমারসাল সার্ভে (১০-২০০ মিটার) এবং পেলাজিক সার্ভে (১০-২০০ মিটার) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। (সূত্র : মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

“নিষেধাজ্ঞা মান্য করি
মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করি”

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

সচিব
আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ খাত এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ খাত আজ দেশের একটি অন্যতম প্রধান উন্নয়নমুখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১৫ লক্ষ প্রান্তিক খামারি তাদের দৈনিক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে ২-৩টি করে পশু পালন করে থাকেন। পবিত্র ঈদ-উল-আযহা তথা কোরবানিকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারি গবাদিপশু লালন-পালন করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। শুধু পোল্ট্রি খাতেই প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত, যার মধ্যে ৪০ শতাংশই নারী। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপিতে অবদান ১.৮১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৯ শতাংশ। কৃষিজ জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৬.৫৪ শতাংশ। দেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই কোটি গরু, ১৫ লক্ষ মহিষ, ৩ কোটি ছাগল-ভেড়া এবং ৪০ কোটি হাঁস-মুরগি রয়েছে। এ সকল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর মাধ্যমে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে ১৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ, ৮৯.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস এবং ২,৪৪০ কোটি ডিম উৎপাদন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রান্তিক খামারিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, বাচ্চা সরবরাহ, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত হিসেবে পোল্ট্রি শিল্প ইতোমধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছে। এই খাতে বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধিন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামার থেকে বছরে ৩৫ লক্ষ একদিনের বাচ্চা সরবরাহ করে। দেশে পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বাণিজ্যিক পশুখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিকাশ লাভ করেছে। দেশে বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন পোল্ট্রি ও ডেইরি ফিড উৎপাদন হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ফিড মিলের সংখ্যা ৩৪২টি। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ অনুসরণপূর্বক এই সমস্ত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অপর একটি খাত হলো দেশের ডেইরি খাত। বর্তমানে দেশে প্রায় ২.৫ কোটি গবাদিপশুর মধ্যে ৮৬ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভি রয়েছে, যার মধ্যে ৪৫ লক্ষ দেশীয় গাভি এবং ৪১ লক্ষ সংকর জাতের গাভি। দুগ্ধ খাতে শতকরা ৮০ ভাগ খামারি প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক ও নারী, যারা মোট উৎপাদিত দুধের শতকরা ৭০ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪,২৭৮টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট এর মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ১৭ লক্ষ উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও, স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নে (যেমন-রেড চিটাগাং ক্যাটেল, মীর কাদিম, পাবনা, নর্থ বেঙ্গল গ্রে ও নেত্রকোণা ব্যাক) পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাওড়ের মহিষের প্রাপ্যতা ও উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে। সরকারি ৩টি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার (বাগেরহাট মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, টাঙ্গাইল মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার এবং মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার সাভার, ঢাকা) হতে ভর্তুকি মূল্যে এ সকল হাওর ও বিভিন্ন অঞ্চলে খামারিদের মাঝে মহিষের বাচ্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা নিত্য নতুন চর ও সরকারি খাস জমি খামারিদের মাঝে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহারের জন্য সমবায়ভিত্তিক বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে কাজ করা হচ্ছে; যাতে এসকল অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠি মহিষ পালনে আরও উৎসাহী হয়। প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি বাধা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই। এসকল রোগ প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর ১৭টি রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতিউদ্ভূত গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে প্রায় ১৭ লক্ষ মাত্রা টিকা মাঠ পর্যায়ে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, গবাদিপশুর অন্যতম ক্ষুরা রোগ (FMD) মুক্ত অঞ্চল তৈরীর লক্ষ্যে দেশের ৪ টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও ভোলা) টিকাদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে; যা চলমান রয়েছে। সারাদেশ থেকে ছাগলের মারাত্মক সংক্রামক রোগ পিপিআর (PPR) নির্মূলে প্রায় ৬ কোটি ডোজ টিকা সাম্প্রতিক সময়ে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাণী থেকে মানব দেহে ছড়ায় এরকম সংক্রামক জুনোটিক রোগ যেমন-অ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ পরীক্ষণে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রান্স বাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমান বন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ১৯৬৪ সালে মিরপুর ঢাকায় প্রায় ১৮৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় ১৩৫টি প্রজাতির ৩৩২৫টি প্রাণী রয়েছে। বছরে প্রায় ৪০-৪৫ লক্ষ দর্শনার্থী এই চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে। চিড়িয়াখানা থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। পবিত্র রমজান মাসে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে স্বল্পমূল্যে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং খামারিদের সহযোগিতায় মোট ৪৯৫টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে এ বছর ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার জন ভোক্তার মাঝে মোট ৩১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার সমমূল্যের প্রাণিজ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। বিপুল বিস্তৃত প্রাণিসম্পদ খাতে যে সকল উদ্যোক্তা

কাজ করছেন তাদের উদ্বুদ্ধ করা, এই সেক্টরে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং এই খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা। প্রাণিসম্পদ খাতে যে সকল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তা উপস্থাপন করা, আকর্ষণীয় স্থানীয় উন্নত জাতের গবাদিপশু ও পোল্ট্রির প্রদর্শন করা এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী ও বাহারি প্রাণিজ খাবারের সাথে সকলকে পরিচিত করানোর জন্য "জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ" পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

হালুয়াঘাটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাঝে গরু ও গো-খাদ্য বিতরণ

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে ক্রসব্রিড বকনা গরু বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট ২০২৫) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ১০০ পরিবারের মাঝে ১ টি করে ক্রসব্রিড বকনা গরু, ১০০ কেজি দানাদার খাদ্য বিতরণ করা হয়। ইতঃপূর্বে তাদেরকে দুই দিনের প্রশিক্ষণ ও বকনা গরুর জন্য গৃহ নির্মাণ উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. ইমাম উদ্দিন কবীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাণিসম্পদ দপ্তর ময়মনসিংহ, বিভাগীয় পরিচালক, ডা. মনোরঞ্জন ধর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উপসচিব (পরিকল্পনা) মুহাম্মদ শাহাদাত খন্দকার, প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (অ.দা.) তারেক আহমেদ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সফল হয়েছেন, তাদের সাথেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. ইমাম উদ্দিন কবীর মতবিনিময় করেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (অ.দা.) তারেক আহমেদ বলেন, প্রকল্পটি প্রয়োজনীয় ইনপুট ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অনগ্রসর এই জাতিগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করবে, পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ উন্নতিকরণ, নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে; যা সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর স্থায়ী কর্মসংস্থান ও জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবে। (সূত্র : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিবের মতবিনিময় সভা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের-এঁর সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট ২৫) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবু সুফিয়ান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যে সমস্যাগুলো রয়েছে; বিশেষকরে, জনবল ও পদোন্নতি বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আরও গতিশীল করার চেষ্টা করব। সভাপতির বক্তব্যে ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনেক অর্জন রয়েছে; যা ফোকাস করা হচ্ছে না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অর্জনগুলো মাঠপর্যায়ে ব্যাপক আকারে পৌঁছাতে পারলে দেশ আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান। এছাড়া মতবিনিময় সভায় অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: গণযোগাযোগ কর্মকতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর)

বাংলাদেশে মাছ নিয়ে গবেষণা

সচিব
আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

নদীমাতৃক বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মৎস্য উৎপাদক দেশ হিসেবে পরিচিত। নদী, হাওর, বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর, লেক, অন্যান্য জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগর মৎস্য খাতের বিস্তৃত উৎস। বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যা দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। মৎস্য খাত বাংলাদেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং দেশের অনেক মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে মৎস্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়, বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম, ইলিশ আহরণে প্রথম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ। এ অর্জন নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় গৌরব। মৎস্য খাতের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদাপূরণ, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, আধুনিক চাষ পদ্ধতি, কৃত্রিম প্রজনন প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাঙালির খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদান মাছ ও ভাত। তাই আমাদের 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বলা হয়। বাংলাদেশ নদীমাতৃক এবং কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় চাল ও মাছ বাঙালির দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে পরিণত হয়। বাংলাদেশে নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলে মাছের প্রাচুর্য ছিল, সহজলভ্য ছিল। আমিষের উৎস মাছ বাঙালির একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রিয় খাদ্য হিসেবে সুপরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই মাছ-ভাত বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এটি শুধু একটি খাবার নয়, বাঙালির জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাছ প্রোটিন ও পুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা আমাদের শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে। এ কারণেই 'মাছে-ভাতে বাঙালি' প্রবাদটি বাঙালি চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচিতি বহন করে। আমাদের অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য একটি অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি আমাদের জন্য এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন সময় এসেছে এ সম্পদকে টেকসইভাবে আহরণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার। উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদে আমরা দীর্ঘদিন ধরে মূলত চিংড়ির ওপর নির্ভর করেছি। তবে চিংড়ির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মাছ ও কাঁকড়ার মতো আরও অনেক প্রজাতি রয়েছে যেগুলো সুস্বাদু ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ইতোমধ্যে এ প্রজাতিগুলোর প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবনে সফল হয়েছে। অন্যদিকে সুনীল অর্থনীতির অংশ হিসেবে সিউইড, ঝিনুক, ওয়েস্টার ও মুক্তা উৎপাদনেও গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। মিঠাপানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের প্রযুক্তি গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, বিশেষকরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নারীর কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় চাহিদার আলোকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে দেশীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল, জিনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন, উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উন্নয়ন, চাষাবাদের আধুনিক কৌশল উদ্ভাবন এবং মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি অন্যতম। সাম্প্রতিক সময়ে ইনস্টিটিউট 'বিএফআরআই সুবর্ণ রুই' নামক উচ্চ ফলনশীল রুই উদ্ভাবন করেছে, যা চাষিদের জন্য খুবই লাভজনক। কই মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এটা খুবই আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, বিএফআরআইয়ের গবেষণার ফলাফল মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে কৃষক, মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তারা সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে; এর মধ্যে অল্প সময়ে চাষযোগ্য কই, শিং, তেলাপিয়া ও থাই সরপুঁটি মাছের চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। উত্তরবঙ্গের নদ-নদীতে আগে প্রচুর পরিমাণে ছোট মাছ পাওয়া যেত। কালের বিবর্তনে নদীভরাট, কম বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর প্রভাবের ফলে মাছের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আইইউসিএনের (IUCN) তথ্য মতে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মিঠাপানির ৬৪ প্রজাতির মাছ বিপন্ন হওয়ার তালিকায় ছিল। বিগত কয়েক বছরের গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১৩টি বিপন্ন প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। মাছগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশীয় প্রজাতির টেংরা, লইট্যা টেংরা, গুতুম, বৈরালী, খলিশা, বালাচাটা, নাটুয়া, আঙ্গুস, কুর্শা, নারকেলি চেলা, জারুয়া, গোটালী ও বগাট। এ মাছগুলোর মধ্যে টেংরা এখন সারা দেশে চাষাবাদ হচ্ছে। বৈরালী, আঙ্গুস ও কুর্শা মাছের চাষ পদ্ধতি ও প্রায় সমাপ্তির পথে। এভাবে বাকি মাছগুলোর চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ছড়িয়ে দিতে পারলে একদিকে মাছগুলো প্রকৃতিতে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে মানুষের আমিষের চাহিদাপূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বিএফআরআইয়ের গবেষণা কার্যক্রম দেখার জন্য ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ও সৈয়দপুর সফর করেছেন এবং বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। মাছের জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যারা অবদান রাখছেন, তাদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হলে বিজ্ঞানীরা নিষ্ঠা ও উদ্দীপনা নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন এবং আমাদের মৎস্য সম্পদ আরও বিকশিত হবে। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছে। ১৯৮৩-'৮৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন ছিল ৭ দশমিক ৫ লাখ মেট্রিক টন; ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মাছ উৎপাদিত হয়েছে ৫০ লাখ মেট্রিক টন। তথাপি আমাদের সামনে

পানিদূষণ, ভয়ংকর পাস্টিক বর্জ্য, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ের অবৈধ দখল মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা, টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সঠিক ব্যবস্থাপনা। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে মৎস্যচাষিরা আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিজ প্রোটিনের জোগান, রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান, টেকসই উন্নয়ন, জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে মৎস্য গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং করবে। বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া খুবই জরুরি; ১. মাছের জাত উন্নয়ন ও উন্নত চাষাবাদ; ২. মাছের রোগ নিরাময়ে প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা; ৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ মোকাবিলা; ৪. ইলিশসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাছের উৎপাদন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা; এবং ৫. সাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণ। এর পাশাপাশি মৎস্য খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের ওপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশের জন্য উপযুক্ত, দ্রুত বর্ধনশীল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন মাছের জাত উদ্ভাবন ও প্রজননের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের কারণে মৎস্য সম্পদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণা ও সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইলিশসহ অন্যান্য দেশীয় মাছের টেকসই উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের জরিপ, আহরণ কৌশল এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কে গবেষণা অপরিহার্য। মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি, যেমন স্মার্ট অ্যাকুয়াকালচার, রিসার্কুলেটরি অ্যাকোয়াকালচার, বায়োফ্লক প্রযুক্তি, বটমক্লিন অ্যাকোয়াকালচার, অ্যাকোয়াপনিক্স প্রভৃতি উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ওপর জোর দিতে হবে। মৎস্য বিজ্ঞান, মেরিন বায়োলজি এবং অ্যাকুয়াকালচার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজন, যারা গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারবে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যাতে মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সেজন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে তথ্য দপ্তরের পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রচার সেল হিসাবে খ্যাত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সপ্তাহব্যাপী নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৮ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত উদযাপিত মৎস্য সপ্তাহকে সফল করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর জনসচেতনতামূলক একটি টিভিসি ও একটি জিঙ্গেল নির্মাণ করে; যা সপ্তাহব্যাপী দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অডিও ভিজ্যুয়াল ভ্যান (ওভি) এর মাধ্যমে প্রদর্শন ও প্রচার করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক ভিডিও প্রচার করা হয়। মৎস্য সপ্তাহের স্লোগানসহ সচেতনতামূলক স্ক্রল দেশের ৬টি মূলধারার বেসরকারি টেলিভিশনে সপ্তাহব্যাপী প্রচার করা হয়।

এছাড়া মৎস্য বিষয়ক জনহিতকর ও সচেতনতামূলক লিফলেট ও পোস্টার মুদ্রণ করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি মৎস্য সপ্তাহকে কেন্দ্র করে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের মূল ধারার বহুল প্রচারিত দশটি পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। অন্যদিকে মৎস্য সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে মানিক মিয়া এভিনিউতে আয়োজিত সড়ক র‍্যালি সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের লোগো সম্বলিত ২ হাজার টি-শার্ট ও ২ হাজার ক্যাপ তৈরি করে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সড়ক র‍্যালি অনুষ্ঠান কাভারেজ ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৫টি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার উপস্থিতি নিশ্চিত করে তথ্য দপ্তর। তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এ উপলক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রু.দা.) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকের উপস্থিতিতে এখন টিভিতে মৎস্য বিষয়ক টকশোর আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি মৎস্য সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানেও তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে তথ্য দপ্তরের রাজশাহী, বরিশাল, কুমিল্লা ও ঢাকা আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে মাইকিং, লিফলেট ও পোস্টার প্রচার; স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হয়। (সূত্র: নিজস্ব প্রতিবেদক)

পুষ্টি জোগান ও অর্থনীতির গতিশীলতায় মৎস্য খাতের অবদান

আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ প্রথম, তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ এবং এশিয়ায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি (এফএও) সংস্থার ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান মিঠা পানির মাছ আহরণে তৃতীয়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষে পঞ্চম, ক্রাস্টাশিয়ান (চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি) আহরণে অষ্টম এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছ আহরণে ১৪তম। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবেই নদীমাতৃক দেশ। মানুষের নিরাপদ আমিষ ও পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও বাস্তবসম্মত নীতিমালার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ও সুরক্ষায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। মৎস্যখাত শুধু আমিষ ও পুষ্টির জোগান নয়, বরং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠেছে। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাঁওড়সহ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৮ দশমিক ৬ লাখ হেক্টর এবং বদ্ধ জলাশয় রয়েছে ৮ দশমিক ৫ লাখ হেক্টর। এছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক জলসীমা আমাদের মৎস্যসম্পদের অন্যতম প্রধান ভাণ্ডার। মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই আহরণ ও উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ দেশের মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির ধারাকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর প্রতিপাদ্য 'অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি' কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকার। মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে, মাছসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা সম্ভব। পাশাপাশি এর ফলে রফতানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন আরও গতিশীল ও টেকসই হবে। মৎস্যখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে ২২ দশমিক ২৬ শতাংশ। বর্তমানে দেশে বার্ষিক ৫০ লাখ টন মাছ উৎপাদন হয়। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১২ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতে সম্পৃক্ত; যার মধ্যে প্রায় ১২ লাখ নারী রয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু দৈনিক মাছের প্রাপ্যতা ৬৭ দশমিক ৮০ গ্রাম; যা দৈনিক চাহিদা ৬০ গ্রাম থেকে বেশি। বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রফতানি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এবং রফতানি বাজার সম্প্রসারণে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের মৎস্যপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে ৯০ দশমিক ৬২ হাজার টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রফতানি করে ৬ হাজার ১৪৪ দশমিক ৯১ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। দেশীয় মাছের নিরাপদ প্রজনন ও আবাসস্থল নিশ্চিতকরণ, জলাশয়ে টেকসই উৎপাদন বজায় রাখা, মাছের প্রজাতিগত ও জিনগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ ও বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে বিপন্নপ্রায় মাছের অবাধ প্রজনন, বংশবৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে বর্তমানে ৬৬৯টি অভয়াশ্রম চালু রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অভয়াশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে হাওরে ১০টি স্থায়ী অভয়াশ্রম, ইলিশের জন্য ছয়টি, হালদা নদীতে একটি এবং কাপ্তাই হ্রদে ছয়টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যা মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এ অভয়াশ্রমগুলো জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মাছের প্রাকৃতিক প্রজননে বড় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ইলিশের ভরা মৌসুম। জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই আহরণ নিশ্চিত করতে সরকারের গৃহীত Hilsa Fisheries Management Action Plan (Hilsa FMP) প্রণয়ন ও সফল বাস্তবায়ন, জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার ফলে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। চলতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে এবং সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে ১২ জুন থেকে ২০ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত দেশে ৪৬ হাজার ৭৯০ টন ইলিশ আহরিত হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মডেল অনুসারে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন ৫ লাখ ৩৮ হাজার থেকে ৫ লাখ ৪৫ হাজার টন হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। তবে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের মতো উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা অব্যাহত থাকলে প্রকৃত উৎপাদন এ পূর্বাভাসের চেয়েও কম হতে পারে বলে সতর্কতা জানানো হয়েছে। সরকারের নানা উদ্যোগের ফলে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মৎস্য অভয়াশ্রম ও সংরক্ষিত এলাকা স্থাপন, ইলিশসম্পদ সংরক্ষণ, ব্লু- ইকোনমি বিকাশ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল আহরণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। সরকার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত জেলেদের শনাক্ত করে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রেখেছে। এ পর্যন্ত নিবন্ধিত ১৮ লাখ ১০ হাজার জেলের মধ্যে ১৫ লাখ ৮০ হাজার জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে, এখনো কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ এবং মা ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মাছ আহরণ থেকে বিরত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে জেলেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে বিশেষ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রতিবছর জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় চার মাস ধরে নিবন্ধিত পরিবারগুলোকে মাসে ৪০ কেজি

করে চাল দেয়া হয়। মা ইলিশ সংরক্ষণ উপলক্ষ্যে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন পর্যন্ত পরিবার প্রতি ২৫ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হয়। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে মোট ৯ লাখ ২৮ হাজার জেলে পরিবারকে এসব সহায়তার আওতায় এনে প্রায় ৭১ হাজার ৬৩২ টন ভিজিএফ চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রে ৫৮ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালেও উপকূলীয় অঞ্চলের ৩ লাখ ১১ হাজার ৬২ নিবন্ধিত জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে মোট ২২ হাজার ৮২ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। শুধু খাদ্যসহায়তা নয়, টেকসই জীবিকা নিশ্চিতে সরকারের উদ্যোগ আরও বিস্তৃত। ইলিশ আহরণে নিরুৎসাহিত করতে ৯ হাজার ২৮১টি জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। ৭ হাজার ৮০০ জন জেলেকে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় মাছ ও শামুক সংরক্ষণে ৪ হাজার ৭০ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ দেয়া হয়েছে। এসব বহুমুখী উদ্যোগ একদিকে যেমন জেলেদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করছে, তেমনি অন্যদিকে জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দাদনমুক্ত অর্থনীতির লক্ষ্যে সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তির জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে বিদ্যুতের দাম কৃষিখাতের সঙ্গে সমন্বয় করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার মৎস্য খাতকে আধুনিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় মাছ চাষ ব্যবস্থাকে অভিযোজন সক্ষম এবং পরিবেশবান্ধব করার প্রয়াসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। জলবায়ু সহনশীল মাছ চাষের সম্প্রসারণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং চাষিদের সক্ষমতা উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবায়ন হয়েছে খাঁচায় মাছ চাষ, পুকুরে মিশ্র চাষ, কাঁকড়া ও বাগদা চিংড়ি চাষ, শুঁটকি উৎপাদন। এ উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। মাছচাষ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিতেও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে। মৎস্য অধিদপ্তর আশাবাদী, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় এ কার্যক্রম মৎস্য খাতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এবং দেশের খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি উপকূলীয় জনগণের জীবন-জীবিকায় স্থিতিশীলতা আনবে। এ অর্জন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রফতানি খাতের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র সীমার টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এর অংশ হিসাবে Marine Protected Area (MPA) ঘোষণা এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু রয়েছে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে Marine Reserve, নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এবং নাফ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। ফলে দেশের সামুদ্রিক জলসীমার ৮ হাজার ১০১ বর্গকিলোমিটার (৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ) এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে; যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ১৪ দশমিক ৫) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এসব উদ্যোগ দেশের মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য খাত বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। 'আর ভি মীন সন্ধানী' গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। আগামী ২২ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গবেষণা জাহাজ RV Dr Fridtjof Nansen কর্তৃক Fisheries and Ecosystem Survey পরিচালিত হবে। এ উদ্যোগগুলো খাদ্যনিরাপত্তা, টেকসই মৎস্য আহরণ এবং সুনীল অর্থনীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সুরক্ষায় ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা আগের ৬৫ দিনের পরিবর্তিত সময়কাল (এ বিষয়ে ১৬ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে)। সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ সংশোধন এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষা আইন ১৯৫০ সংশোধনের মাধ্যমে অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী ধারা ৭ যুক্ত করার ফলে মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম ঘোষণা করে মাছ ও অন্যান্য জলজপ্রাণী সংরক্ষণ করা যাবে (এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ জুন ২০২৫-এ জারি হয়েছে)। বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিরলস গবেষণার ফলে মিঠা পানির বিলুপ্ত প্রায় ৬৪টি মাছের মধ্যে ৪১টি প্রজাতির মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি সফলভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে। একই সঙ্গে ১১০টি দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; যা দেশীয় মাছের বংশগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। একদিকে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে, অন্যদিকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার, নদী ও জলাশয়ের দূষণ, নদীর নাব্য সংকট ও ভরাট, প্রজনন মৌসুমে অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপপ্রভাব, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংস, দাদন ও ঋণনির্ভর জেলে পেশা, অসচেতনতা ও আইন অমান্য করাসহ বিভিন্ন কারণে মাছের স্বাভাবিক উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ছে। তাই মাছের উৎপাদন ধ্বংসের বহুমুখী কারণ বন্ধে এবং মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মৎস্য খাত আজ শুধু পুষ্টির জোগানদার নয়, বরং দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। সরকারি বাস্তবমুখী উদ্যোগ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণের ফলে মৎস্য খাত টেকসই উন্নয়নের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় মৎস্য খাতকে করি আরও শক্তিশালী। সকলে মিলে গড়ি টেকসই ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। (সূত্র : মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমদানির খবর ভিত্তিহীন

সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর প্রচারিত হচ্ছে যে, "ব্রাজিল বাংলাদেশকে কেজি প্রতি ১২০ টাকায় গরুর মাংস সরবরাহ করবে" । এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ব্রাজিল থেকে গরুর মাংস আমদানির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি । ভ্রান্ত ও যাচাইকৃত নয় এমন সংবাদ জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে । জনগণকে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় প্রভাবিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে । বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাত শুধু মাংস উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নিরসন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । প্রায় ১৫ লক্ষ প্রান্তিক খামারি এবং ৬ লক্ষাধিক মৌসুমী খামারি কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে গবাদিপশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে । দেশের শতভাগ কোরবানির পশুর চাহিদা দেশীয়ভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদন উপকরণ বিতরণ, বাজার সংযোগ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে । পাশাপাশি দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, টিকা সরবরাহ ও পশু চিকিৎসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও টেকসই ও সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে । মাংস একটি অতি-পচনশীল প্রাণিজাত পণ্য, যার গুণগত মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রক্রিয়াজাত থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর কোল্ড চেইন অবকাঠামো অপরিহার্য । বাংলাদেশে বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিমায়িত মাংস সংরক্ষণ ও পরিবহন অবকাঠামো যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি । কোল্ড চেইনের দুর্বলতা মাংসের গুণগত মান নষ্ট করে জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি তৈরি করতে পারে । বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নীতি ও বিধিবিধান মেনে চলে । তবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Sanitary and Phytosanitary (SPS) ও Technical Barriers to Trade (TBT) চুক্তি অনুযায়ী-কোনো দেশ জনস্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পশুস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শর্তারোপ করতে পারে । দেশীয় খামারি ও উদ্যোক্তাদের বিপুল বিনিয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সরকারের নীতিগত সহায়তায় বাংলাদেশ মাংস উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে । সরকার এ খাতকে রপ্তানিমুখী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রোগমুক্ত অঞ্চল তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে । এ অবস্থায় বিদেশ থেকে মাংস আমদানি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নকে ব্যাহত করবে । একইসাথে ক্ষুরারোগ (FMD), ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD), পিপিআর, তড়কা (Anthrax), BSE, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষা, ব্রুসেলোসিসসহ সালমোনেলা ও ই-কোলাইয়ের মতো জীবাণুসমূহ বাংলাদেশে অণুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে; যার ফলে জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়তে পারে । বাংলাদেশ সরকার প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, দেশীয় খামারিদের স্বার্থরক্ষা এবং জনগণকে নিরাপদ ও মানসম্মত মাংস সরবরাহে অঙ্গীকারবদ্ধ । এ মুহূর্তে বিদেশ থেকে মাংস আমদানির কোনো সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি । (সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

কোস্ট গার্ডকে "জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫" প্রদান

মৎস্য সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কোস্ট গার্ডকে "জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫" প্রদান করা হয়েছে । বাংলাদেশ চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ জিয়াউল হককে মৎস্য পদক ২০২৫ প্রদান করেন । দেশের সামুদ্রিক জলসীমা, উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ মৎস্য আহরণ, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিদেশি জাহাজ কর্তৃক অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরলস ও কার্যকর ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ । বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ২য় বারের মতো এ পুরস্কার প্রদান করা হয় । (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০২৫)

চট্টগ্রামের ফকির চান পেলেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে প্রথমবারের মতো কোনো জেলে হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন ফকির চান। রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে ব্রোঞ্জপদক গ্রহণ করেন ৭০ বছর বয়সী ফকির চান। সারা দেশের ১৬ জন জেলে ৯টি ক্যাটাগরিতে এ পদক পান। তাঁদের মধ্যে ফকির চান অন্যতম। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মোতাছিম বিল্লাহ্ বলেন, তিনি নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার ও সাগরে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা নিজে মেনে চলেন পাশাপাশি অন্যদেরও মানতে উৎসাহ দেন। অভাব অনটনের মধ্যেও সন্তানদের শিক্ষিত করেছেন। সব বিবেচনায় ফকির চানই পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ অগস্ট ২০২৫)

হালদা নদীর ডিম সংগ্রাহক পেলেন জাতীয় মৎস্য পদক

৬৮ বছর বয়সী কামাল উদ্দিন ৫৫ বছর ধরে হালদায় মাছের ডিম সংগ্রহের পাশাপাশি নদীর পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে চলেছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি পেয়েছেন জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫। তিনি বলেন, একসময় ডিম ধরার সময়টা হালদাপারের মানুষের জন্য ছিল উৎসবের মতো। সেই চিত্র এখন অনেক বদলে গেছে। এখন এক নৌকায় কয়েক বালতি ডিম পাওয়া যায় মাত্র। এই মৌসুমে আট কেজি রেণুপোনা বিক্রি করে দাম পেয়েছি ৮ লাখ টাকা। চার দিন বয়সী পোনা কেজিতে ৩ লাখের মতো থাকে। কামাল উদ্দিন বলেন, পুরস্কারটা হালদা রক্ষায় যাঁরা জড়িত-সবার। আমি এটি সবাইকে উৎসর্গ করেছি। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ অগস্ট ২০২৫)

মাছ চাষে সফল রহমত আলী পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার

নিজের মৎস্যচাষ প্রকল্পে খাবার ছিটাচ্ছেন জাতীয় পদকপ্রাপ্ত রহমত আলী সরকার। সম্প্রতি কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার সিঙ্গুলা গ্রামে

মৎস্য খাতে অবদান রাখায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পুরস্কার পেয়েছেন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার সিংগুলা দিঘিরপাড় গ্রামের বাসিন্দা রহমত আলী। ১৮ আগস্ট রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এর আগে তিনি উপজেলা পর্যায়ে একবার ও বিভাগীয় পর্যায়ে দুবার পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি ৪০ হেক্টর জমিতে মাছ চাষ করে বছরে চার কোটি টাকার বেশি মাছ বিক্রি করেন। (সূত্র: প্রথম আলো)

সম্মানিত লেখকদের প্রতি আহ্বান:

প্রিয় সুহৃদ!

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর হতে “ত্রৈমাসিক আমিষ বার্তা” প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের সৃজনশীল এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগত। আমাদের ত্রৈমাসিক আমিষ বার্তা আসন্ন পঞ্চম সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। আপনি যদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সফলতার গল্প, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে যুক্ত হোন।

- ★ লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫
- ★ লেখার পরিমাণ: সর্বোচ্চ ১২০০ ওয়ার্ড (অবশ্যই সুতনী ফন্টে)
- ★ লেখার সঙ্গে লেখক এর পূর্ণ পরিচয় ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সফট কপি)
- ★ ই-মেইল/যোগাযোগ: flidmofl@gmail.com
  ০১৭১৭৬০৮৬২২ (whatsapp)

✸ **আপনার লেখাই হতে পারে আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।**

গবাদিপ্রাণীতে যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ভবিষ্যতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলছেন, গবাদিপ্রাণীতে যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ফলে ব্যাকটেরিয়াসমূহে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে; যা মানব সম্পদের জন্য ভবিষ্যতে মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। মানুষ এবং গবাদিপ্রাণী পাশাপাশি থাকলে প্রাণিসম্পদে ক্ষতিকর কিছু ব্যবহার করা হলে তা মানুষের শরীরে ফেরত আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। উপদেষ্টা শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকালে সৈয়দপুরের ইক্যু হেরিটেজ হোটেল এন্ড রিসোর্ট মিলনায়তনে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) আঞ্চলিক কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও কর্মশালা-২০২৫ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জাতের মুরগিসমূহ হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশ একটি ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ, এদেশের বিভিন্ন রিজিওনাল ভেরিয়েশনাল ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় সম্পদসমূহ রক্ষা করতে হবে এবং অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে। দেশীয় মুরগির পাশাপাশি হাঁসের ডিমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ফিড ইন্ডাস্ট্রিতেও আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের সাথে সাথে খাদ্য তৈরির উপাদানের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। বাইরে থেকে খাদ্য তৈরির উপাদান আমদানি করা হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এর আগে উপদেষ্টা বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শনকালে গরুর মাংস আমদানির ক্ষেত্রে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেশে মাংস উৎপাদনে নিয়োজিত খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সর্বদা সচেষ্ট। দেশের ক্ষতি হয়-এমন কোনো সিদ্ধান্ত সরকার নেবে না। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। তিনি বলেন, খাবারের দাম বৃদ্ধি পেলে পোল্ট্রি বা ডিমের দাম বাড়বেই। একারণে কম খরচে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কাজের ব্র্যান্ডিং বাড়াতে হবে। একই সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে কর্মরত জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সকল প্রকার সহযোগিতা করবে। কর্মশালায় বিএলআরআই এর মহাপরিচালক (সা.দা.) ড. শাকিলা ফারুক সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে উঠার সাথে সাথে আমাদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। বিএলআরআই দেশীয় সম্পদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিএলআরআই ভবিষ্যতে স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও খাদ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কাজ করবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নীলুফা আক্তার, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো: আবদুর রউফ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবু সুফিয়ান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (সা.দা.) ড. অনুরাধা ভদ্র। (সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

মাছ কেটেই জীবিকা নির্বাহ

প্রবাদ আছে, 'মাছে ভাতে বাঙালি'। কারণ, মাছ বাঙালির একটু বেশিই প্রিয়। তাছাড়া নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় মাছের প্রাচুর্যতাও বেশি। তবে আজকাল ব্যস্ততার কারণে অনেকেই বাজার থেকে মাছ কেনার পর বাসায় গিয়ে তা কাটার ঝামেলা নিতে চান না। তাই মাছ কেনার পর অনেক ক্রেতাই এখন শরণাপন্ন হচ্ছেন মাছ কাটিয়াদের কাছে। স্থানীয়ভাবে তাদেরকে 'মাছ কাটিয়া' বা 'মাছ কুটনি' বলা হয়। শহরের পাইকারি বাজারে মাছ কাটিয়ার কাজ করেন দশ থেকে পনেরোজন। মাছের আকার ভেদে কেজি প্রতি মাছ কাটতে তারা নেন ২০ থেকে ৩০ টাকা। তবে, এক কেজি ছোট মাছ কাটতে ৬০ থেকে ৭০ টাকা নেন। তাদের দিন-রাত মিলে গড়ে আয় হয় ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত। সপ্তাহের বন্ধের দিনগুলোতে বাজারে ক্রেতা বেশি থাকায় কিছুটা বাড়তি আয় হয়। তাই সপ্তাহের বন্ধের দিনের আশায় থাকেন তারা। বাজার থেকে ক্রেতারা মাছ কিনে পাশেই ধারালো বটি নিয়ে বসে থাকা মাছ কাটিয়াদের কাছে দিচ্ছেন। তারা মাছ কেটে, ধুয়ে পরিষ্কার করে পলিথিন ব্যাগে ভরে দিচ্ছেন। বিনিময়ে মাছের আকারভেদে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিয়ে ক্রেতারা সেই মাছ বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। এমন চিত্র দেশের শহরের পাইকারি মাছ

বাজারের। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় অন্যের মাছ কাটাকেই নতুন কর্মসংস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন কিছু মানুষ। যদিও অন্যের মাছ কাটাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে এই শ্রমজীবীর প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন। নওগাঁ শহরের শাহাপুর এলাকার নিখিল সরকার, আগে তিনি মাছের ব্যবসা করতেন। তিনি বলেন, "স্বল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, কিন্তু ব্যবসায় কয়েক চালানে লস হওয়ার কারণে সেই স্বল্প পুঁজিও হারালাম। পরে দেখলাম আমাদের এলাকার অনেক মানুষ মাছ কাটার কাজ করে খুব ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছে, আমিও সেটা দেখে এই মাছ কাটার কাজে লেগে পরলাম। শহরের পাইকারি মাছ বাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহীম তোতা বলেন, "মাছ কেটেও যে সংসার চালানো যায় এটা আগে অনেকেই ভাবতেন না। বাজারে মাছ কেটে এবং মাছের আঁশ বিক্রি করে অনেকেই এখন স্বাবলম্বী।" (সূত্রঃ দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন, ২০ আগস্ট ২০২৫)

ইনকিউবেটরে হাঁসের বাচ্চা ফুটিয়ে মাসে আয় ৩ লাখ টাকা

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম থেকে হাঁসের বাচ্চা ফুটিয়ে সফল হয়েছেন যুবক লিটন ইসলাম (৩২)। এসব হাঁসের বাচ্চা বিক্রি করে মাসে আয় করেন প্রায় ৩ লাখ টাকা। স্বল্প খরচে লাভ বেশি হওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তার এই পদ্ধতি। উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের কাশিপুর খুশির বাজার এলাকায় গিয়ে কথা হয় খলিলুর রহমানের ছেলে লিটনের সঙ্গে। উদ্যোক্তা এক যুবক জানান, প্রায় এক যুগ থেকে তার বাবা তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করে আসছিলেন। পরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাবার ব্যবসাতে সহযোগিতা করার জন্য ইনকিউবেটর যন্ত্রটি তিনি কেনেন। ওই যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটান তিনি। লিটন জানান, বাড়ির পাশে পুকুর থাকায় হাঁস পালনে তেমন বেগ পেতে হয় না। বড় হাঁসগুলো প্রতিনিয়ত ডিম দেওয়ায় বাড়তি ডিমও বেশি কিনতে হয় না। তাই অল্প খরচে লাভ বেশি হয়। শুধুমাত্র হাঁস প্রজনন, ডিম উৎপাদন ও বিক্রি করে থেমে যায়নি তিনি। দেশি সাদা ও কালো জাতের পাশাপাশি চীনের জিনডিং, বেইজিং, পিংকি, ইংল্যান্ডের খাকি ক্যাম্পবেল ও ভারতের রানারসহ বিভিন্ন দেশের উন্নত জাতের হাঁস পালন ও বাচ্চা প্রজনন করা হচ্ছে তার খামারে। এখন এ খামার ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন লিটন। বীরগঞ্জ উপজেলায় খামারটি হাঁস প্রজনন খামার হিসেবে ব্যাপক পরিচিত পেয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন পর ডিম ফুটানো বাচ্চা বুকিংয়ের মাধ্যমে খামারি ও উদ্যোক্তাদের কাছে বিক্রি করা হয়। বাজার মূল্যের চেয়ে খুব কম মূল্যে হাঁসের বাচ্চা ও ডিম বিক্রি করেন লিটন। এ উদ্যোক্তা জানান, ইনকিউবেটর মেশিনটি তিনি কেনেন ৫০ হাজার টাকায়। ২৮ দিন পর বাচ্চা গুলো খোলস থেকে বেড়িয়ে আসার পর, সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দেয়া হয়। লাভ ভালো থাকায় এখন ছোট ইনকিউবেটর ভেঙ্গে ৭ হাজার ও ১২ হাজার বাচ্চা ফোটানোর ইনকিউবেটর নিয়েছেন। এতে তার খরচ হয়েছে ৫ লাখ টাকা। তিনি বলেন, প্রতিটি হাঁসের বাচ্চা উৎপাদনে খরচ হয় ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। বিক্রি করছি ৭২ থেকে ৭৫ টাকা। মাসে ১৩ হাজার হাঁসের বাচ্চা ফুটিয়ে বের করি। এসব হাঁসের বাচ্চা থেকে মাসে আয় হয় প্রায় ৩ লাখ টাকা। বীরগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. শাহিনুর আলম বলেন, ভ্যাকসিন ওষুধসহ সব ধরনের সহায়তা উদ্যোক্তা যুবক লিটনকে দেওয়া হচ্ছে। তিনি এ পর্যন্ত ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকার হাঁস ও ডিম বিক্রি করেছেন। আমরা আশা করছি, তার সফলতা দেখে উপজেলার অনেক নারী-পুরুষ অনুপ্রাণিত হবেন। তারা খামারি হয়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবেন। (সূত্রঃ বিএসএস নিউজ, ২৯ আগস্ট ২০২৫)

"কাঁকড়া চাষে এগিয়ে আসি, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করি"

ধারদেনা করে শুরু এখন তিনি কোটিপতি পোনাচাষি

একসময় পাবনার বেড়া উপজেলার হাটুরিয়া-নাকালিয়া ইউনিয়নের জগন্নাথপুর পূর্ব পাড়ার আবদুর রশিদের জীবন ছিল অভাবে ভরা। কখনো অন্যের জমিতে কাজ করে, কখনো ফেরি করে মাছ বিক্রি করে দিন চলত তাঁর। সেই অবস্থা থেকে এখন কয়েক কোটি টাকার সম্পদের মালিক আবদুর রশিদ। আবদুর রশিদ জানান, নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) মাছ চাষের একটি বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নের শুরু। ওই বিজ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত হয়ে গরু বিক্রি ও ধারদেনা করে সাত হাজার টাকা জোগাড় করেন। সেই টাকায় শুরু করেন মাছের পোনা উৎপাদন। এরপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন তিনি এলাকার পোনাচাষিদের কাছে অনুপ্রেরণা। তবে তাঁর এই ব্যবসার প্রসার ঘটে ২০০৭ সালের পর থেকে। আবদুর রশীদ জানান, বিয়ের এক বছরের মাথায় সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু সেই সময় সন্তানের দুধ কেনার আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না তাঁর। একমাত্র সম্বল ছিল একটি ছাপড়া টিনের ঘর। তখন বিটিভিতে রেণু পোনা চাষের বিজ্ঞাপন তাঁকে নতুন স্বপ্ন দেখায়। তিনি তখন এলাকার একজনের কাছ থেকে ৮ শতাংশ জমির একটি পুকুর ইজারা নেন দেড় হাজার টাকায়। এরপর বাবার কাছ থেকে গরু বিক্রি ও ধারদেনা করে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে ওই পুকুরে ডিমপোনা ছাড়েন। তাতে মাত্র পাঁচ মাসেই প্রায় ২০ হাজার টাকার মতো লাভ হয় তাঁর। প্রথম বছরের লাভের টাকা দিয়ে আরও তিনটি পুকুর ইজারা নিয়ে পোনা চাষ শুরু করেন রশিদ। তাতে মাস ছয়েক পর তিনি সব খরচ বাদ দিয়ে লাভ করেন ৫৫ হাজার টাকা। এখন তাঁর নিজস্ব মালিকানায় আছে তিনটি পুকুর। আর ইজারা নিয়েছেন আরও ২২টি পুকুর। নিজের ও ইজারায় নেওয়া মোট ২৫টি পুকুরে বছরে পাঁচ থেকে সাত ধাপে ৪০০ থেকে ৪৫০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের ডিমপোনা ছাড়েন তিনি। প্রতি কেজি ডিমপোনার দাম পড়ে প্রায় ৫ হাজার টাকা। এক মাসেই এসব পোনা এক থেকে দেড় ইঞ্চি আকারের হয়। তখন থেকেই শুরু হয় বিক্রি। আব্দুর রশিদ জানান, প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি বছরে প্রায় ৫০ লাখ টাকার পোনা বিক্রি করেন। সব খরচ বাদ দিয়ে তাতে বছরে তাঁর লাভ থাকে ২৫ লাখ টাকার মতো। সেই অর্থে সংসার খরচ মিটিয়ে প্রতিবছর কিছু কিছু জমি কেনেন। এখন তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকার। মৎস্য কর্মকর্তা সেকেন্দার আলী বলেন, 'একটি ছোট পুকুর দিয়ে পোনা চাষ শুরু করেছিলেন। এখন ২৫টি পুকুরে চাষ করেন। শুরু থেকেই আমরা তাঁকে এই কাজে পরামর্শ দিয়েছি। নানা প্রশিক্ষণেও অংশ নিয়েছেন। এখন তিনি এলাকার একজন সফল উদ্যোক্তা। স্থানীয়ভাবে অনেকেই তাঁর দেখানো পথে পোনা চাষে এগিয়ে এসেছেন। (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০২৫)

দেশীয় জাতের গবাদিপশু বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, "দেশীয় জাতের গবাদিপশু উৎপাদনে যথাযথ সহায়তা ও সঠিক পদ্ধতি নিশ্চিত করা গেলে এগুলোকে বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব"। তিনি আরও বলেন, গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন হলে পশুখাদ্যের গুণগত মান ও উপাদান নিয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে। উপদেষ্টা মঙ্গলবার (১৭ জুন ২০২৫) সকালে সাভারস্থ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর মাধ্যমে নবনির্মিত ডরমিটরি ভবনের (হোয়াইট হল) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, নতুন ডরমিটরি ও মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণের ফলে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়বে; যার সুফল পাবেন দেশের খামারিরা। তিনি বলেন, উপজেলা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের সহযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে এবছর কোরবানিতে গবাদিপশু সুস্থ্য ও সবল ছিল। শিল্প-কারখানাভিত্তিক পশুপালন জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে উল্লেখ করে প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে দেশের প্রান্তিক খামার ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়বে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে খামারিরা যেভাবে গবাদিপশু পালন করছেন, তাতে রোগপ্রতিরোধে কার্যকর টিকা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। কৃষির মতো প্রাণিসম্পদ খাতে ভর্তুকি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে খামারিরা সরাসরি উপকৃত হবেন। এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলছে। তিনি আরও বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহীদ পরিবারের কল্যাণে নতুন অধিদপ্তর গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ উদ্যোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কেও যুক্ত করা হয়েছে। এই খাতের কর্মকর্তাদের শুধু শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের নয়; অন্য তরুণদেরও উদ্যোক্তা হিসেবে

গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে আহ্বান জানান তিনি। এরপর উপদেষ্টা কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং খামারের বর্তমান অবস্থা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির পরিচালক ডা. এ. কে. এম. হুমায়ুন কবীর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. বেগম শামছুন নাহার আহম্মদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. শাহজামান খান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

ভিক্ষা ছেড়ে দুধ বিক্রি করে স্বাবলম্বী প্রতিবন্ধী আবুল হোসেন

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার ঘোষপুর ইউনিয়নের ভাড়ালিয়ারচর গ্রামের শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবক মো. আবুল হোসেন (৩৬)। ৭-৮ বছর ভিক্ষা করে নিজের ও মায়ের জীবিকা নির্বাহ করেছেন। কিন্তু এখন আর ভিক্ষা নয়। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিনে দুধ ও রাতে চা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তিনি। মা হাসিনা বেগমকে (৫৬) নিয়ে আবুল হোসেনের সংসার। বছর তিনেক আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান বাবা ছত্তার বিশ্বাস। তারা দুই ভাই। বড় ভাই হাসান বিশ্বাস একই বাড়িতে থাকেন। তবে বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছেন। মা-ভাইয়ের খোঁজ নেন না। ভিটের মাত্র তিন শতক জায়গা ছাড়া কিছুই নেই। প্রতিবন্ধী ভাতা হিসেবে তিন মাস পর পর পান মাত্র ২৬০০ টাকা। এ দিয়ে সংসার চলে না। তাই মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে চলতে হতো। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জন্মের এক বছর পর হঠাৎ করে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাত-পাসহ পুরো শরীর

শুকিয়ে যায় আবুল হোসেনের। তারপর থেকে পুঙ্গুত্ববরণ করেন তিনি। কোনো উপায় না পেয়ে ভ্যানভাড়া করে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হন। দীর্ঘ ৮ বছর ভিক্ষা করেন, কিন্তু ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভিক্ষা করে পাননি মানসিক শান্তি। এরপর ৮-৯ মাস আগে বোয়ালমারীর সুমন রাফির সহযোগিতায় ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দুধের ব্যবসা শুরু করেন। সুমন রাফি বিভিন্ন সরঞ্জামসহ দশ হাজার টাকা পুঁজি দেন। সেই টাকা দিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে দুধ সংগ্রহ করে বোয়ালমারী বাজারে মিষ্টির দোকানে বিক্রি করেন। এ কাজে সহযোগিতা করেন ভ্যানচালক রাজন বিশ্বাস। প্রতিদিন ২-৩ মণ দুধ বিক্রির পাশাপাশি এখন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ির সামনে চা বিক্রি করেন আবুল হোসেন। সবমিলিয়ে এখন গড়ে তার প্রতিদিন ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার হয়। সরেজমিনে বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, টিনের ছোট্ট একটি বাড়িতে ছোট দুটি কক্ষ। ভ্যান নিয়ে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন আবুল হোসেন। বাড়ির সামনে ছোট্ট উঠানে দাঁড়ানো ভ্যানটি। অন্যের ওপর ভর করেই চলতে হয় তাকে। সেক্ষেত্রে মা ও ভ্যানচালকের সাহায্য নিয়ে যান জীবিকার সন্ধানে। আবুল হোসেন বলেন, ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করলেও এটা তার মনকে সায় দিচ্ছিল না। নিজের শারীরিক অবস্থা যাই হোক, ভিক্ষা করতে লজ্জা করতো। বোয়ালমারীর সুমন রাফি ভাইয়ের আর্থিক সহযোগিতায় ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দুধের ব্যবসা করি এবং বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চা বিক্রি করি। মানসিকভাবে শান্তিতে আছি। তবে আমার এখন একটি ইলেকট্রিক হুইল চেয়ার হলে চলাফেরায় সুবিধা হতো। আবুল হোসেনের মা হাসিনা বেগম বলেন, জন্মের পর আবুল হোসেন ভালো ছিল। ছোটবেলায় জ্বর হওয়ার পর থেকে তার শরীরের অবস্থা এমন হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ভিক্ষা করছে। গরিবের বন্ধু সুমন রাফির সার্বিক সহযোগিতায় ভিক্ষা ছেড়ে দিয়েছে। এখন দুধের ব্যবসা ও চা বিক্রি করে। আমরা বেশ ভালো আছি। কথা হয় সুমন রাফির সঙ্গে। তিনি বলেন, বাজারে চলতে গিয়ে প্রায়ই আবুল হোসেনের সঙ্গে আমার দেখা হতো। সে অন্যের সহযোগিতার জন্য বসে থাকতো। একদিন আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি এবং তার পরিবারের খোঁজ খবর নেই। জানতে পারি শুধুমাত্র মাকে নিয়ে সংসার তার। আমি তখন তার কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিই। দুধের ব্যবসা করার জন্য পরামর্শ ও পুঁজি দিই। পরে তাকে একটি চায়ের দোকানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানভীর হাসান চৌধুরী বলেন, ভিক্ষাবৃত্তির পেশা ছেড়ে কর্মসংস্থানের জন্য তাকে ধন্যবাদ। আবুল হোসেন আমাদের সমাজের জন্য একজন অনুকরণীয় মানুষ। তার জন্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা হবে। (সূত্রঃ দৈনিক জাগো নিউজ, ১৯ আগস্ট ২০২৫)

সারা দেশে যে জলাশয়গুলো আছে সেগুলো রক্ষা করার জন্য আমরা কাজ করে যাব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

সারা দেশে যে জলাশয়গুলো আছে সেগুলো রক্ষা করার জন্য আমরা কাজ করে যাব এবং দেশের মানুষের জন্য যে আমিষের প্রয়োজন সেটাতে আমরা অবদান রাখব। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট ২৫) সকাল ৮.০০ টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় দিনের আয়োজন বর্ণাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। র‌্যালি অনুষ্ঠান শেষে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মৎস্য মেলা উদ্বোধন ও পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা আরও বলেন, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে ৩৬টি জেলার প্রায় দেড় হাজারের বেশি মৎস্যজীবী ভাই-বোন এই র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মৎস্যজীবীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এবার মাছের বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য যে স্লোগান নেওয়া হয়েছে, "অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি বা জাল ভরি" কিন্তু এর সাথে যে সকল মানুষ যুক্ত আছেন তারা হলেন, আমাদের মৎস্যজীবী ভাই ও বোন। উপদেষ্টা মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যেভাবে কষ্ট করে দেশের মাছ রক্ষা করে দেশের মানুষের খাদ্য যোগান করছেন, সে উপলক্ষ্যে আপনাদের জন্য সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যা করার প্রয়োজন তাই করা হবে। এছাড়া উপদেষ্টা মৎস্য মেলা পরিদর্শন শেষে বলেন, মুক্তা ও ঝিনুক দেশের সম্পদ। এই মেলা ঘুরলে মানুষ দেশের মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবে। তাছাড়া মৎস্য মেলা পরিদর্শন শেষে, খুলনা বিভাগের পরিচালক জনাব আলফাজ উদ্দিন এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উল্লেখ্য, মৎস্য মেলা অনুষ্ঠানে মৎস্য খাতে ব্যবহৃত উপকরণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফডিসি, বিএফআরআইসহ ২২টি প্রতিষ্ঠান মোট ২৫টি স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। র‌্যালি অনুষ্ঠানে মৎস্যজীবী ছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট এর শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সেখানে অংশগ্রহণ করেন। (সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

দেশীয় মাছের সংরক্ষণ ও উৎপাদনে ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম

ড. অনুরাধা ভদ্র

"অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১৮ থেকে ২৪ আগস্ট দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে। দেশীয় মাছের সংরক্ষণ, চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণসহ মৎস্য খাতের সম্ভাবনা, কর্মসূচি এবং উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে চলমান কার্যক্রমকে বেগবান করা এবং অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশীয় মাছের সংরক্ষণকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়াই এবারের মৎস্য সপ্তাহের মূল লক্ষ্য। জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে মৎস্য চাষ, পোনা উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৮৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন সংস্থা এবং খামারি ও উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিক কালে দেশে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় মাছ বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পুষ্টিগুণ বিচারে দেশীয় মাছ পর্যাপ্ত আমিষ ও প্রচুর অনুপুষ্টিতে ভরপুর যা সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহ গঠনে এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, দেশীয় ছোট মাছে প্রচুর পরিমানে আমিষ, ভিটামিন-এ, ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং মাছ হতে প্রাপ্ত ফ্যাট হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। দেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশীয় মাছের সঠিক সংরক্ষণ ও প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করা অতীব জরুরি। আমাদের মিঠাপানির জলাশয়ে ২৬১ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৪৩টি ছোট প্রজাতির মাছ। জলবায়ুর পরিবর্তন, অতি-আহরণ, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার ও পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এসব দেশীয় মাছ যেমন পাবদা, গুলশা, মেনি, টেংরা, খলিসা, মলা, ঢেলা ও রাণী ইত্যাদি একসময় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আইইউসিএন (২০১৫) এর তথ্য মতে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিপন্নের তালিকায় রয়েছে। এসকল বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছের সংরক্ষণ, প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনা বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি উদ্যোগ। ইনস্টিটিউট এ সকল বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসহ ও দেশীয় মাছের জীনপুল সংরক্ষণ ও মৎস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ৪১টি বিপন্ন প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে চিতল, ফলি, টেংরা, গুতুম, খলিশা, আঙ্গুশ, বাতাসি, পিয়ালী, শোল, তিতপুঁটি, শালবাইম, জারুয়া এবং গোটালি অন্যতম। উদ্ভাবিত এসব মাছের চাষ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে চাষের মাধ্যমে দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন ০৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২.৭১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। একইসাথে হারিয়ে যাওয়া দেশীয় ছোট মাছের প্রাপ্যতা সাম্প্রতিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। চাষাবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে দেশের পাঁচ শতাধিক হ্যাচারিতে দেশীয় ছোট মাছের পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। দেশীয় এসব মাছের প্রজনন, চাষাবাদ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও, দেশীয় মাছের উপর ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলাফল সন্নিবেশিত করে 'দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে যা বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইনস্টিটিউট হতে মিঠাপানির দেশীয় মাছের জীনপুল সংরক্ষণে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র ও সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্রে মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জীন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় মোট ১২০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কেননা প্রাকৃতিক জলাশয়ে কোন মাছ হারিয়ে গেলে জীন ব্যাংকে সংরক্ষিত মাছ থেকে তা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে এবং মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া যাবে। দেশীয় মৎস্যসম্পদের প্রাকৃতিক ভাণ্ডার হিসেবে হাওর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়। হাওরাঞ্চল থেকে বছরে প্রায় ১.২৮ লাখ টন মাছ আহরণ করা হয় যা অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে আহরিত মাছের ৯.১%। হাওর এলাকার জন্য লাগসই মাছ চাষ প্রযুক্তি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মাছের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা উন্নয়নে ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করে জলাশয়সমূহের বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন (Ecosystem Based Fisheries Management), নিয়মিত হাওরাঞ্চলের পানি ও মাটির গুণাগুণ পরীক্ষণ, জীববৈচিত্র্য বা প্রজাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং হাওরাঞ্চলের জন্য লাগসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় ও GSI তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ৫৩ প্রজাতির মাছের সর্বোচ্চ প্রজননকাল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতি বছর ১৫ মে হতে ১৪ জুন পর্যন্ত দেশীয় প্রজাতির মাছ ধরা নিষিদ্ধকাল নির্ধারণ করা হয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে দেশীয় মাছ অবাধ ও নির্বিঘ্ন প্রজননের সুযোগ পাবে। দেশের প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ, মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একধাপ অগ্রসর হয়েছি। এতে একদিকে যেমন জলজ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হবে, তেমনি দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে অভয়াশ্রম ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় ইলিশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। নদীভিত্তিক অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে

গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় মাছের বিচরণ ও প্রজননে অর্থবহ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশেষ করে নিম্ন মেঘনা নদীতে পাঙ্গাস মাছের আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে যেখানে পাঙ্গাসের আহরণ ছিল মাত্র ৩৭২ মেট্রিক টন, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৬শ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও, বোয়াল, আইড়, রিটা প্রভৃতি বড় আকৃতির দেশীয় মাছের বিচরণ ও প্রজননেও অভয়াশ্রমের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার কারণে নদী নির্ভর দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়ছে, যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এতে একদিকে যেমন জলজ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হবে, তেমনি দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। অভয়াশ্রম শুধু মাছের জন্য নয় এটি জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে শুধু মাছ নয়, বরং জলজ উদ্ভিদ, কাঁকড়া, শামুক ও অন্যান্য প্রজাতিও সুরক্ষিত থাকে, যা পুরো ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। এই অভয়াশ্রমকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, আপনার এবং সকলের। আমরা অভয়াশ্রম হতে মাছ ধরা বিরত থাকলে ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশীয় মাছ হতে পুষ্টি গ্রহণের সুযোগ পাবে। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি জলাশয় দেশীয় মাছে ভরে ওঠবে। (লেখক: ড. অনুরাধা ভদ্র, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট; ই-মেইল: bhadra96@yahoo.com)

একটি গাভী দিয়ে শুরু এখন বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা

বরিশাল সদরের রূপাতলিতে মো. মোনাসেফ হাওলাদার ফিরোজ ১টি গাভী থেকে আজ তিনি একজন সফল খামারি ও উদ্যোক্তা। খামারের পাশাপাশি তার রয়েছে ফিরোজ ভেটেরিনারি মেডিসিন কর্নার ও ফিরোজ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামের ২টি প্রতিষ্ঠান। কঠোর পরিশ্রম, ব্যবসায় আর সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি হয়েছেন বরিশালের একজন অনুকরণীয় উদ্যোক্তা। তার বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সালে মাত্র ৫০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ১টি ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী ক্রয় করে শুরু করে ফিরোজ ডেইরি খামার। বর্তমানে তার খামারে ৩৫টি গাভী রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ ফ্রিজিয়ান, জার্সি এবং সংকর জাতের গাভী। তার নিজস্ব জমিতে তিনি নেপিয়ার, নেপিয়ার পাকচং, জার্মান ও জারাসহ বিভিন্ন জাতের ঘাস উৎপাদন করে। ঘাসের পাশাপাশি গাভীকে তিনি বিভিন্ন সুষম খাবার যেমন: খৈল, ভুষি, কুড়া ও ভুট্টা ভাঙা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। ঘাস ও খর কাটার জন্য তার খামারে রয়েছে উন্নতমানের একটি ঘাস ও খর কাটার মেশিন। ফিরোজ ডেইরি খামার থেকে দৈনিক ২৫০-৩০০ লিটার দুধ উৎপাদন হয়। উৎপাদিত দুধ তার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, দধি, ছানা, রসমালাই ইত্যাদি। অতিরিক্ত উৎপাদিত দুধ তিনি স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা ও দই মিষ্টির দোকানে বিক্রি করেন। তিনি জানান, তার বাৎসরিক আয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তার ফিরোজ মেডিসিন কর্নারে হাঁস, মুরগি ও গবাদিপশুর সকল ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়। তার প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ৫ জন কর্মচারী কাজ করেন। ফলে ফিরোজ নিজের জীবিকা নিশ্চিতের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। ফিরোজ জানান, খামার করার শুরুতে তার জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে গাভীর লালন পালন, রোগ-ব্যাধি সহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে নিয়মিত টিকা, গবাদিপশুর চিকিৎসা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা পায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশুপালন খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। দেশে মোট দুধের চাহিদার একটি বড় অংশ এখনো আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। নতুন খামারিদের উদ্দেশ্যে ফিরোজ বলেন, ঘাসের বিকল্প নেই। খামার করার ইচ্ছা থাকলে শুরুতেই ঘাস চাষ করতে হবে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সফল খামারি হওয়া সম্ভব। মোনাসেফ হাওলাদার ফিরোজ বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ও অর্থনীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার এই সাফল্যের গল্প বাংলাদেশের যুবসমাজের জন্য হতে পারে এক অনন্য অনুপ্রেরণা। (প্রতিবেদক: জান্নাতুল ফেরদৌস, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল)

নদীতে খাঁচায় মাছ চাষে স্বাবলম্বী

উন্মুক্ত জলাশয়ে ভাসমান খাঁচায় মাছের চাষ করে অনেকেই হচ্ছেন স্বাবলম্বী। সুস্বাদু মাছের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এসেছে পাবনার বেড়ার ২০টি পরিবারে। এতে বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় ক্রমেই এলাকার মানুষের মধ্যে খাঁচায় মাছ চাষে আগ্রহ বাড়ছে। প্রবহমান নদীতে মাছ দ্রুত বড় হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে রোগবালাইয়ের ঝামেলা কম, স্বাদেও সুস্বাদু। বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় লাভবান হওয়া যায় বলে জানান মাছ চাষিরা।

আব্দুল মুন্নাফ মোল্লা হুরাসাগর নদীতে ২০টি ভাসমান খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের চাষ শুরু করেন। সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম আর একাগ্রতায় ছয় মাসেই ব্যাপক সাফল্য পান মুন্নাফ আলী ও তাঁর সহকর্মীরা। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে এখন তাদের খাঁচা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০টিতে। সমবায়ীদের সাফল্য দেখে পাশেই নতুন আরও ৪০টি খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ শুরু করেছেন আমির আলীসহ আরও কয়েকজন উদ্যোক্তা। বেড়ার বৃশালিখা গ্রামের হুরাসাগর নদীতে স্থাপিত ১০০টি খাঁচার প্রতিটি থেকে বছরে ৬০০ কেজি করে মোট ৬ টন মনোসেক্স তেলাপিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা উদ্যোক্তাদের; যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লাখ টাকা। খাঁচায় মাছ চাষের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা গেছে, প্রতিটি খাঁচার জন্য তিন স্তরের জাল ব্যবহার করা হয়। যার দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট এবং ৬ ফুট উচ্চতা আকারের ব্লু-নেটের তৈরি হাপা জাল। এই হাপা জালে ১৫ থেকে ২০ দিন পোনা লালনপালন করার পর ঘন ফাঁসের নকনেজ জালে পোনা পালন করা হয়। পোনার নিরাপত্তার জন্য নিচের স্তরের ২০ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট প্রস্থ এবং ৬ ফুট উচ্চতা আকারের পলিইথিলিন জাল থাকে। মৎস্য উদ্যোক্তারা জানান, নদীতে খাঁচায় চার থেকে ছয় হাজার লাইনের বা এক কেজি মনোসেক্স তেলাপিয়ার ধানি পোনা নার্সারি করা হলে দুই মাস পরিচর্যায় প্রতিটি পোনার ওজন হয় প্রায় এক কেজি। পিপিডি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ পদ্ধতিতে বছরে পাঁচটি সাইকেলে মাছ চাষ করা হয়। পাঁচটি সাইকেলে খরচ হয় এক লাখ ৬৮ হাজার টাকা। পাঁচটি সাইকেলে পোনা মাছ বিক্রি হয় দুই লাখ ৮৫ হাজার টাকা। খরচ বাদে এক বছরে একটি খাঁচা থেকে লাভ হয় এক লাখ ১৭ হাজার টাকা। বছরে চারটি খাঁচা থেকে একজন মৎস্য উদ্যোক্তা চার লাখ ৬৮ হাজার টাকা লাভ করতে পারেন। উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'এটি পুকুরে চাষ করা মাছের মতো নয়। প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠায় মাছের রং ভালো হয়, দ্রুত বাড়ে, স্বাদও বেশি। ফলে চাহিদাও অনেক। শুরুতে আমরা অন্য জায়গা থেকে পোনা কিনতাম। এতে খরচ বেশি হতো এবং অনেক পোনাই মরে যেত। এখন আমাদের পাশেই পোনা উৎপাদন শুরু হয়েছে। খাঁচায় মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় আমাদের ভাগ্য বদলে গেছে।' পিপিডি বেড়া শাখার মৎস্য কর্মকর্তা সেকেন্দার আলী বলেন, 'এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে শুধু চাষির ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়, আমরা যদি সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে এ মাছ চাষের পরিসর বাড়াতে পারি তাহলে নদীর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় ইতোমধ্যে প্রযুক্তিটির সহযোগিতা নেওয়ার জন্য এলাকার অনেকেই পিপিডির সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করেছেন। আমরা চাষিদের সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছি।' (সূত্র: দৈনিক সমকাল, ২৬ জুলাই ২০২৫)

গরুর খামারে সফল উদ্যোক্তা বসিলার মুক্তা

গরুর খামারে ব্যাপক সফলতার মুখ দেখেছেন ঢাকা জেলার বসিলার প্রবাস ফেরত উদ্যোক্তা আসাদুজ্জামান মুক্তা। বর্তমানে তার খামারে রয়েছে ৩৫টি গাভী ও ১৫টি বকনা। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জানা যায়, ২০১৪ সালে বিদেশ থেকে ফিরে শুরু করেন গরুর খামার। স্বল্প পরিসরে শুরু করলেও আজ তার খামারে ৩৫টি গাভী ও ১৫টি বকনা। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ডেইরি খামারি আসাদুজ্জামান মুক্তা বলেন, সাফল্য একদিনে আসেনি এর জন্য ১৪ বছর ধরে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ২৫০-২৭০ লিটার দুধ পাই। সেই দুধ স্থানীয় মিষ্টির দোকান ও ব্যবসায়ীরা বাড়ি থেকেই ক্রয় করে নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, প্রায় ৬ একর জমিতে উন্নতমানের নেপিয়ার ঘাস ও ভুট্টার আবাদ করেছি। উক্ত ঘাস ও ভুট্টা থেকে আধুনিক প্রযুক্তিতে সাইলেজ উৎপাদন করে খামারের গরুর খাবার সংস্থান করি। ইতোমধ্যে তিনি এলাকার একজন অনুকরণীয় খামারি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার দেখাদেখি এখন এলাকার অনেকেই গরু পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। নতুন উদ্যোক্তারা তার খামার পরিদর্শন করছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। পরিশেষে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা থেকে আসাদুজ্জামান মুক্তা কে ইউএমএস তৈরির সঠিক পদ্ধতি, গরু পালনের সুষ্ঠু পরামর্শ, গাভী পালন, সবুজ ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবাদি পশুর সুষম খাদ্য তৈরির উপকরণ ও খাওয়ানোর নিয়মাবলি, উন্নতজাতের ঘাস চাষ বিষয়ক লিফলেট ও ফোল্ডার প্রদান করা হয়। (প্রতিবেদক: মো. শাহরিয়ার হোসেন, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা)

মাছের পোনা উৎপাদনে সফল দিনাজপুরের সাদেকা বানু

দিনাজপুর সদর উপজেলার গৃহবধূ সাদেকা বানু (৪২)। এক সময় বাবার ও পরে স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হলেও এখন নিজের পরিচয়ে উজ্জ্বল তিনি। নিজের প্রচেষ্টায় মাছের পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষে হয়েছেন সফল উদ্যোক্তা। নারী উদ্যোক্তা জানান, ২০১৫ সালে জুলাই মাসে স্বামী বেলাল হোসেনের সহযোগিতায় ছোট পরিসরে মাছ চাষ শুরু করেন তিনি। এরপর থেকেই মাছ চাষ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে তিনি ৩১ একর জমিতে ২২টি পুকুরে জি-থ্রি রুইসহ বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা উৎপাদন করেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন, পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন। এছাড়া প্রায় ২০টি পরিবারের জন্য করে দিয়েছেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। তার সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে মাছ চাষে যুক্ত হয়েছেন। তার বার্ষিক আয় এখন প্রায় ৭/৮ লাখ টাকা। এ নারী উদ্যোক্তা জানান, ২০১৫ সালে নিজের মালিগ্রামে দুটি পুকুর লিজ নিয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, সাদাপুঁটি, তেলাপিয়া পোনা উৎপাদন শুরু করেন। প্রথম বছরেই সাফল্যের মুখ দেখেন। পরের বছর গ্রামের আরও ৩টি পুকুর লিজ নিয়ে পোনা উৎপাদন বাড়ান। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সাদেকা বানুকে। সাদেকা বানু বলেন, ফিরে তাকানোর সময় নেই। এখন আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। দুটি পুকুর থেকে এখন ২২টি পুকুরে মাছ চাষ করছি। এর মধ্যে ৩টি পুকুরে গত বছর থেকে জি-থ্রি রুই মাছের পোনা উৎপাদন করছি। এতে অনেক সাফল্য এসেছে। এ পোনা মাছের চাহিদাও অনেক। সব বাদ দিয়ে বার্ষিক আয় প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা। আগামীতে আরও কিছু পুকুরে এই জাতের মাছের পোনা উৎপাদন করবো। তার স্বামী বেলাল হোসেনও অন্য পেশা ছেড়ে স্ত্রীকে সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন। পুকুরগুলোর দেখাশোনার কাজে সহায়তা করছেন বেলাল হোসেন। গত বছর থেকে পরীক্ষামূলক জি-৩ রুই এর পোনা উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্যের পর থেকে পোনা মাছ বিক্রেতারা তার পুকুরেই ঝুঁকছেন। রুই মাছের চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বেশি বৃদ্ধি পায় জি-৩ রুই এর। তাই, জি-৩ রুই পোনার ব্যাপক চাহিদা। এরই মধ্যে তার পুকুরের মাছের পোনা জেলা ছাড়িয়ে সারাদেশে সরবরাহ শুরু হয়েছে। সরেজমিনে সাদেকা বানুর পুকুর পাড়ে গিয়ে কথা হয় পোনা মাছ নিতে আসা অনেকের সঙ্গে। তারা বলেন, এখান থেকে মাছের পোনা নিয়ে বিক্রি করে যা লাভ পাই, তা দিয়ে সংসার চলে। দিনাজপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আবু সাঈদ জানান, ওয়ার্ল্ডফিশ উদ্ভাবিত 'তৃতীয় প্রজন্ম' বা জি-৩ রুই এর পোনা উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন নারী উদ্যোক্তা সাদেকা বানু। তার সাফল্যে এখন অনেকে অনুপ্রাণিত। আমরা সব রকম প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে তাকে সহযোগিতা করছি। অন্যরাও চাইলে এ সহায়তা পাবে। আমরা চাই নারীরা আরও এগিয়ে আসুক এ ধরনের কার্যক্রমে। এসব কাজে তাদের সাফল্য পাওয়ার বেশি সুযোগ থাকে। (সূত্র : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা নিউজ, ১৮ আগস্ট ২০২৫)

পানি ছাড়াই হাঁস পালনে সফল ফরিদপুরের নাহার

ফরিদপুর সদর উপজেলার কামরুন নাহার খাঁচায় পানি ছাড়া হাঁস পালন করে সফল হয়েছেন। তিনি পালন করেন 'পিকিং স্টার ১৩' জাতের হাঁস। মাত্র ৪৫ দিনে এই হাঁস ৩-৪ কেজি ওজনের হয়। লাভ বেশি, খরচ কম। আগে মুরগি পালনে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হাঁস পালন করে এখন স্বাবলম্বী তিনি। স্থানীয় এনজিওর সহায়তায় শুরু করা এই খামার থেকে এখন বিভিন্ন জেলায় হাঁস সরবরাহ হচ্ছে। জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগও তাকে সহায়তা দিচ্ছে। তিনি জানান, এক সময় তিনি ব্রয়লার মুরগি পালন করতেন। কিন্তু রোগবালাই ও অব্যবস্থাপনার কারণে ওই খামার বন্ধ হয়ে যায়। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তখন হতাশার মধ্যেই ছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় ফরিদপুরের এনজিও সংস্থা 'সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি' (এসডিসি) তাকে নতুন একটি পথ দেখায়। সংস্থাটি তাকে 'পিকিং স্টার ১৩' জাতের হাঁস পালনের পরামর্শ দেয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও হাঁসের বাচ্চাও সরবরাহ করে। সেই থেকে শুরু নতুন যাত্রা। প্রথম পর্যায়ে এসডিসির সহায়তায় ৫০টি হাঁসের বাচ্চা

দিয়ে শুরু করেন খামারি। এর মধ্যে দুটি বাচ্চা মারা গেলেও বাকি ৪৮টি হাঁসই বিক্রি করে তিনি আয় করেন ৪৮ হাজার টাকা। এই সাফল্যের পর তিনি আর পেছনে ফিরে তাকাননি। দ্বিতীয় ধাপে ২০০টি হাঁসের বাচ্চা কিনে বড় পরিসরে খামার গড়ে তোলেন। বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি হাঁস বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকায়। এতে করে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে তিনি লাভবান হচ্ছেন। কামরুন নাহারের এই সফলতা এলাকার অনেক মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেশী খায়রুন সুলতানা বলেন, 'আমাদের গ্রামের কামরুন নাহারের খামার থেকে সহজেই হাঁস কিনতে পারছি। তিনি হাঁস পালন করে আমাদের এলাকায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। এখন জেলার অনেকেই তার খামার থেকে হাঁস কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।' নাহার বলেন, 'আগে মুরগি পালন করতাম। রোগে মুরগি মারা যেত। এতে অনেক ক্ষতি হয়। তখন ভাবছিলাম সব শেষ। মাস ছয়েক আগে নতুন জাতের হাঁস পালন শুরু করি। এই হাঁস পালন সহজ, কম খরচে লাভ বেশি। এখন ফরিদপুর শহরের হোটেল থেকে শুরু করে অন্য জেলাতেও আমি হাঁস সরবরাহ করছি। খুব শিগগিরই ৫০০ থেকে ১ হাজার হাঁস পালনের পরিকল্পনা করছি। তিনি আরও জানান, হাঁস পালনের পাশাপাশি ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনও করছেন তিনি। খামারের মলমূত্র ও খৈল দিয়ে এই সার তৈরি করে বাড়তি আয় করছেন। এই সার স্থানীয় কৃষকরাও ব্যবহার করছেন। উদ্যোক্তা কামরুন নাহার ফরিদপুর শহরতলির কোমরপুর গ্রামের সাহান খানের স্ত্রী। একজন নারী হিসেবে নিজ উদ্যোগে হাঁস পালন শুরু করে সফল হওয়া সমাজে বিরল দৃষ্টান্ত। তার এই উদ্যোগ এখন আশেপাশের নারীদেরও অনুপ্রাণিত করছে। অনেকেই এখন তার খামারে কাজ শিখে নিজেরাও হাঁস পালনে আগ্রহী হচ্ছেন। আগামী এক বছরে খামার আরও সম্প্রসারণ করতে চান কামরুন নাহার। এ জন্য তিনি সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা কামনা করছেন। তিনি বলেন, 'আমি চাই অন্যরাও এই কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আমি এখন খামারের জন্য আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে চাই। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সঞ্জীব কুমার বিশ্বাস বলেন, 'কামরুন নাহারের হাঁস পালনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা তাকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিচ্ছি। ওষুধ ও টিকা সরবরাহ করছি। পাশাপাশি বাজারজাত করতেও তাকে সহযোগিতা করছি'। (সূত্রঃ জুম বাংলা, ১০ জুলাই ২০২৫)

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের টেকসই সংরক্ষণে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, বিল ও প্লাবনভূমি একসময় মৎস্য উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় সংকুচিত হতে থাকে এবং মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস হতে থাকে। এছাড়া, নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার, প্রচলিত জলমহাল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরার কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আইইউসিএন ২০১৫ অনুসারে ২৬১ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ৬৪টি মৎস্য প্রজাতি ঝুঁকিগ্রস্ত (৯টি চরম বিপন্ন, ৩০টি বিপন্ন ও ২৫টি সংকটাপন্ন)। দেশের প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ, মৎস্যসম্পদ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এখন সময়ের দাবি। এতে একদিকে যেমন জলজ জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হবে, তেমনি দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary) শব্দটি মূলত মাছের নিরাপদ বসবাস, খাদ্য গ্রহণ, বেড়ে ওঠা ও বংশ বিস্তারের জন্য কোনো মুক্ত জলাশয়ের সংরক্ষিত এলাকা যেখানে মাছ ও জলজ প্রাণী আহরণ নিষিদ্ধ। এক কথায় মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে জলাশয়ের নির্দিষ্ট একটি জায়গা যেখানে সকল ধরণের মাছের নিরাপদ আশ্রয় ও নির্বিঘ্ন প্রজননের ব্যবস্থা থাকে। অভয়াশ্রম শুধু মাছের জন্য নয় একটি জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে মাছের পাশাপাশি জলজ উদ্ভিদ, কাঁকড়া, শামুক ও অন্যান্য প্রজাতিও সুরক্ষিত থাকে, যা পুরো ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টিচাহিদা মেটাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। শুধুমাত্র পুকুরে মাছ চাষ করে আগামী দিনের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর মাছের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়, যেমনঃ নদ-নদী, প্লাবনভূমি, সুন্দরবন, হাওর-বাঁওড়, কাপ্তাই লেক ইত্যাদি জলাশয়কে চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। উল্লেখ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের বর্তমান উৎপাদন প্রায় ১৪.১২ লক্ষ মে.টন যেখানে ২০২৩-'২৪ সালের তথ্যানুযায়ী সুন্দরবনে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ১৬৩ কেজি, কাপ্তাই লেকে ২৮০ কেজি, প্লাবন ভূমিতে ৩২২ কেজি এবং বাঁওড়ে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ২,০৭৩ কেজি অথচ পুকুরে মাছের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫,৫৮৪ কেজি। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনে উন্মুক্ত জলাশয়ের

অবদান ২৮.১৩ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হলে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ৫০০ মৎস্য অভয়াশ্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা ৪১ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ ফিরিয়ে এনেছে। তাছাড়া, দেশীয় মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য ময়মনসিংহে লাইভ জিন ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দেশীয় প্রজাতির মাছের অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি তথা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে কার্যকর ও উপযোগী টুলস হচ্ছে মৎস্য অভয়াশ্রম। মাছের স্টক রিক্রুটমেন্ট ও উৎপাদন বৃদ্ধি, জলজ ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার ও স্থিতিশীলতা, প্রজাতির সংরক্ষণ ও জিনপুল রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার সুফল। এছাড়াও, উপকূলীয় এলাকায় অভয়াশ্রম ম্যানগ্রোভ ও লবণসহিষ্ণু মাছের প্রজননস্থল হিসাবে এবং লবণাক্ত পানি ফিল্টারিং এর কাজ করে। প্রাকৃতিক স্টক রিক্রুটমেন্ট বাধাগ্রস্থ হওয়া, শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা, মূল্যায়ন ও গবেষণার অভাব, অভয়াশ্রম নেটওয়ার্ক ও ইকোলজিক্যাল করিডোর না থাকা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং দূষণ ইত্যাদি বিজ্ঞানভিত্তিক অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান অন্তরায়। অভয়াশ্রম মনিটরিংয়ে ড্রোন, আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা, সেন্সর নেটওয়ার্ক ব্যবহার, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ কার্যকলাপ রিপোর্টিং, ডাটা সংগ্রহ ও যোগাযোগ এবং GIS ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে অভয়াশ্রমের অবস্থান, সীমানা ও পরিবেশগত পরিবর্তন ট্র্যাক করে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অভয়াশ্রমকে স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্মযুক্ত সোলার পাওয়ার্ড আইপি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে দূর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। আইন প্রয়োগে প্রযুক্তির সমন্বয় করে প্রয়োজনবোধে জিপিএস ও ড্রোন সার্ভিল্যান্স-এর মাধ্যমে অবৈধ মাছ ধরা শনাক্ত করতে হবে। পাশাপাশি মৎস্য আইনের ধারা পরিবর্তন করে, প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সকল ধরণের অবৈধ ও ক্ষতিকর জাল ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (CBFM) মডেল চালুর মাধ্যমে অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই আহরণ নিশ্চিত করতে পারলে মাছ বাঁচবে, জেলে বাঁচবে এবং প্রকৃতির ভারসাম্যও রক্ষা পাবে। প্রকৃতিতে মাছের প্রজনন, জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মৎস্য অভয়াশ্রমের পরিবেশগত প্রভাব, পানির গুণমান এবং প্রাকৃতিক বাসস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক পাঠ দেওয়া অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে। তাছাড়া, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সহ পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও NGOs এর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অভয়াশ্রম স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় নীতি প্রণয়নই বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের টেকসই সংরক্ষণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করবে। সঠিক পরিকল্পনা ও সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে অভয়াশ্রম শুধু মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণই করবে না বরং খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। (লেখক: ১. আসমা জামান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২. আল-আমিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সদর দপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট)

লেয়ার পালন করে তফজুল এর বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ টাকা

রাজশাহী জেলার শাহমখদুম থানার তফজুল ইসলাম একটি লেয়ার মুরগি খামার গড়ে তুলেছেন নিজ এলাকায়। বিশ্বাস, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমে নিজের ভাগ্য বদলে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এতে নিজের স্বপ্ন যেমন পূরণ হচ্ছে ঠিক তেমনি এলাকার নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। তিনি এখন পরিবার ও সমাজে আর্থিক অবদান রাখছেন। পাশাপাশি মাংস ও আমিষের ঘাটতিপূরণ হচ্ছে। তার খামার থেকে বছরে গড়ে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হয় । এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ৩৬ বছর বয়সী তফজুলের জীবন ছিল ধূমপাননির্ভর ও দারিদ্র্য কবলিত। দিনে ৭০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত সিগারেট খরচ হতো তার। সংসার চলতো দিনমজুরির টাকায়, দু'বেলা ঠিকমতো খাবার জুটতো না। সামাজিকভাবে অপমানিত ও অবহেলিত হতেন প্রতিনিয়ত। তবে, সবকিছুর মোড় ঘুরে যায় এক শুক্রবারে। জুমার নামাজে অংশ নিতে গিয়ে তার শরীর থেকে ধূমপানের দুর্গন্ধে মসজিদের মুসল্লিরা দূরে সরে দাঁড়ালে আত্মসম্মানে চরম আঘাত পান তিনি। তখন প্রতিজ্ঞা করেন ধূমপান ছেড়ে দেয়ার। একমাস

সিগারেট না খেয়ে জমানো টাকা এবং ১টি গরু বিক্রি করে ১ লক্ষ টাকা দিয়েই শুরু করেন লেয়ার পালনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ। প্রথমে ৩০০টি লেয়ার মুরগি দিয়ে শুরু হওয়া খামার আজ ১৮০০ লেয়ার মুরগির বিশাল একটা খামারে পরিণত হয়েছে। উদ্যোক্তা তফজুল বলেন, বছরে গড়ে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় হয় শুধু ডিম বিক্রি করে। লেয়ার মুরগির পাশাপাশি তিনি ১টি ব্রয়লারের খামারও শুরু করেছেন। এখন তার খামারে কর্মরত ২ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছেন। শুধু নিজের পরিবারের ভাগ্য নয়, বদলে দিয়েছেন অন্য অনেকের জীবনের গল্পও। তফজুলের স্ত্রী ও দুই সন্তান এখন সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছেন। তিনি আরও বলেন, আগে সিগারেট কিনেই টাকাগুলো উড়িয়ে দিতাম, এখন সেই টাকা দিয়েই সংসার চলে। আমি চাই, যাদের মনে সাহস আছে, তারা যেন নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ডা. ফজলে রাব্বি তফজুল এর সফলতা সম্পর্কে বলেন, আমরা শুধু তফজুল নয়, এ রকম আরও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণ, ভ্যাকসিন, পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে থাকি। লেয়ার মুরগি পালন অত্যন্ত লাভজনক খাত এবং সরকার ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। তফজুলের মতো উদ্যোক্তাদের আমরা সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাব। পরিশেষে, লেয়ার মুরগি পালন, হাঁস পালন, গাভী পালন, ছাগল পালন, সবুজ ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবাদিপশুর সুষম খাবার তৈরির উপকরণ ও খাওয়ানোর নিয়মাবলী উন্নত জাতের চাষ বিষয়ক লিফলেট ও ফোল্ডার বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়। (প্রতিবেদক: মো. ছামছুল হক, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী)

বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ ও ইকোসিস্টেম জরিপ শুরু করছে নরওয়ের গবেষণা জাহাজ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর সহযোগিতায় নরওয়ের গবেষণা জাহাজ "R.V. Dr. Fridtjof Nansen" আগামী ২১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদ ও ইকোসিস্টেম জরিপ পরিচালনা করবে। প্রায় ৩২ দিনব্যাপী এ অভিযানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৩ জন বিজ্ঞানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ২৬ জন গবেষক অংশগ্রহণ করবেন। উপদেষ্টা মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট ২০২৫) দুপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে Norwegian সামুদ্রিক গবেষণা জাহাজ "R.V. Dr. Fridtjof Nansen" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদ ও ইকোসিস্টেম জরিপ পরিচালনা সংক্রান্ত আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, বঙ্গোপসাগর থেকে আহরিত মৎস্যসম্পদ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে এ খাত জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, এ জরিপে ছোট পেলাজিক ও মেসোপেলাজিক মাছের প্রাচুর্য ও মজুদ নিরূপণ, তলদেশীয় মৎস্যসম্পদের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য মূল্যায়ন এবং সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি সমুদ্রের তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, স্রোতের গতি, উৎপাদনশীলতা, গভীর সমুদ্র সঞ্চালন ব্যবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য

সংগ্রহ করা হবে। উপদেষ্টা বলেন, মাইক্রোপ্লাস্টিক, সামুদ্রিক আবর্জনা, অক্সিজেন মিনিমাম জোন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সমুদ্রপানির অম্লতা বিষয়েও গবেষণা পরিচালিত হবে, যা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কার্যকর নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, "R.V. Dr. Fridtjof Nansen"-এর ২০২৫ সালের জরিপ বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, টেকসই আহরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষায় জাতীয় নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এটি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করবে। রয়্যাল নরওয়েজিয়ান দূতাবাস, ঢাকা-এর চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিসেস মারিয়ানে রাবে ক্লায়েভেলস্রুদ (Ms. Marianne Rabe Knaevelsrud) বলেছেন, নরওয়ে সবসময় বাংলাদেশের টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক গবেষণায় সহযোগিতা করে আসছে। তিনি আরও বলেন, "Dr. Fridtjof Nansen" গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও জোরদার করবে এবং বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. জিয়াকুন শী (Mr. Jiaoqun Shi) বলেছেন, নরওয়ে সরকারের সহযোগিতায় FAO-এর EAF-Nansen Programme বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে টেকসই মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা জাতীয় ও বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. তোফাজ্জেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব মো. ইমাম উদ্দীন কবীর, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুর রউফসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। (সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর

বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে অন্তবর্তী সরকার। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫) থেকে এটি কার্যকর হবে। একই দিন থেকে 'বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩' কার্যকর ঘোষণা করেছে সরকার। সম্প্রতি এ বিষয়ে দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। পরে প্রজ্ঞাপন দুটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার 'বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩' এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ দেওয়া ক্ষমতাবলে ১ সেপ্টেম্বর, তারিখকে এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করলো। অন্য প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার 'বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩' এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ দেওয়া ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করলো। এটা ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। সুষম খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৩ সালের ১৩ নভেম্বর 'বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩' জারি করে সরকার। নতুন ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড দেশের দুধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল করতে ভূমিকা রাখবে। সরকারের লক্ষ্য হলো স্থানীয় দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, খামারিদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ দুধ পৌঁছে দেওয়া। এর আগে ২০২৩ সালের ১০ এপ্রিল 'বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩' এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। পরে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে আইনটির খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। আইনটির খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই আইন দিয়ে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, এ বোর্ডের মূল কাজ হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু লালন পালন, চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং মানসম্মত দুধ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া। এই বোর্ডের কাজ হবে ডেইরি ও ডেইরি পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ, টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া, এই সেক্টর ডেভেলপমেন্টের জন্য পরামর্শ দেওয়া ও সাপোর্ট করা। মাহবুব হোসেন বলেন, ডেইরি পণ্যের ব্যবসা করতে হলে এখানে (ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড) নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন ছাড়া ব্যবসা করা যাবে না। এমন বিধান আইনে রাখা হয়েছে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যারা দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করবেন তাদের সবাইকে এই বোর্ডের আওতায় আসতে হবে। তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেছিলেন, সাম্প্রতিককালে আমাদের মাংস উৎপাদনে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, ঠিক একইভাবে ডেইরি ক্ষেত্রে আমরা তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে ডেইরি খাতে যে ব্যবস্থাপনা আছে, সেটি উন্নত করা দরকার। এখানে আরও সাপোর্ট দেওয়া দরকার। সে জন্য এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের একটা পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। প্রধান নির্বাহী থাকবেন। নিজস্ব তহবিল থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী। আর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য থাকবেন ১৯ জন। (সূত্রঃ দৈনিক জাগো নিউজ, ৩১ আগস্ট ২০২৫)

পাঁচ বছরে কাঁকড়া রপ্তানি বেড়ে ৩ গুণ

দেশ থেকে রপ্তানি হওয়া মৎস্য সম্পদের মধ্যে বিদেশে সবচেয়ে বেশি চাহিদা চিংড়ির। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি হয় কাঁকড়া। দেশে উৎপাদিত কাঁকড়ার প্রায় ৯৮ শতাংশই রপ্তানি হয় চীনসহ ১৭টি দেশে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-'২১ অর্থবছরে দেশ থেকে ৩০৯ কোটি টাকার কাঁকড়া রপ্তানি হয়েছিল, যা সদ্য বিদায়ী ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরে কাঁকড়া রপ্তানি বেড়ে প্রায় ৩ গুণ হয়েছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাংলাদেশের মাটি, পানি ও আবহাওয়া কাঁকড়া চাষের জন্য উপযোগী বলে কাঁকড়ার চাষও ভালো হয়। মূলত দুই ধরনের কাঁকড়া দেশের বাইরে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে রয়েছে নরম খোলসের ফ্রোজেন ও জীবন্ত এই দুই ধরনের কাঁকড়া রপ্তানি হয়। রপ্তানিকারকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নরম খোলসের কাঁকড়া যখন তার পুরোনো শক্ত খোলস ফেলে নতুন খোলস গঠন করে তখন সেটি সংগ্রহ করা হয়। এই সময় কাঁকড়াটি নরম অবস্থায় থাকে। তাই এটি সম্পূর্ণ খাওয়া যায়, আলাদা করে খোলস ছাড়াতে হয় না। সাধারণত এই ধরনের কাঁকড়া প্রসেসড বা ফ্রোজেন অবস্থায় রপ্তানি করা হয়। আর জীবন্ত কাঁকড়া কোনো প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই জীবিত অবস্থায় সংগ্রহ করে রপ্তানি করা হয়। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ মোট ১৭টি দেশে কাঁকড়া রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে চীনে। দেশটিতে ৬৮৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকার কাঁকড়া রপ্তানি হয়। তবে সফট সেল কাঁকড়া মূলত যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কয়েকটি দেশে বেশি রপ্তানি হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে সবচেয়ে বেশি কাঁকড়া চাষ হয় খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে। বিগত অর্থবছরে মোট ১৬ হাজার ৬৭২ হেক্টর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে কাঁকড়া চাষ হয়েছে। এসব জমিতে ১০ হাজার ৭৮২ মেট্রিক টন কাঁকড়ার চাষ হয়। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কাঁকড়ার ওজন ভেদে ১৮টি গ্রেড বা ধরন হয়ে থাকে। নরম খোলসের কাঁকড়া গ্রেড ভেদে প্রতি কেজি ৮০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকায় বিক্রি হয়। যশোরের কেশবপুরের আবদুল্লাহ আল মামুন স্নাতক শেষ করে এখন উদ্যোক্তা হিসেবে সফট সেল কাঁকড়া চাষ করছেন। পাঁচ বিঘা জমিতে অ্যাকুয়া ক্র্যাব নামে কাঁকড়া চাষের খামার গড়ে তুলেছেন তিনি। আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, '২৫ থেকে ৩৫ দিনে প্রতি দশ হাজার বক্সে ৩০০ থেকে ৫০০ কেজি সফট সেল কাঁকড়া উৎপাদন করা সম্ভব। আমার খামারে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৮ টন কাঁকড়া উৎপাদিত হয়।' ৪৫ বছর ধরে কাঁকড়া চাষের সঙ্গে জড়িত নিত্য সরকার। সাতক্ষীরার বালিয়াপুর গ্রামে ৩ বিঘা জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা খামারে কাঁকড়া চাষ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'ছোট ঘের ও বক্স দুই পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ করি। প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ কেজি কাঁকড়া সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাই। এতে মাসে আয় হয় ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা।' **কাঁকড়া চাষের সম্ভাবনা:** বাগদা চিংড়ির মতোই কাঁকড়াও উপকূলীয় লবণাক্ত পানিতে চাষ করা হয়। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কাঁকড়ার চাষ বেশি হয়। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সফট সেল কাঁকড়ার উৎপাদনে তুলনামূলক বেশি লোকবল লাগে। বিদেশে এ ধরনের কাঁকড়ার চাহিদা বেশি। দেশে বর্তমানে দুইভাবে কাঁকড়ার চাষ হচ্ছে। ফ্যাটেনিং বা মোটাতাজাকরণ ও সফট সেল কাঁকড়া উৎপাদন। মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় কাঁকড়া রেখে ঘের তৈরি করে চাষ করা হয়। এই কাঁকড়া একটি নির্দিষ্ট ওজন পর্যন্ত হলে সেটি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ঘেরে চাষ করা ছাড়াও হার্ড সেল বা খোসাসহ এই কাঁকড়া বিভিন্ন নদ-নদীতেও পাওয়া যায়। সেগুলো সংগ্রহ করে বিক্রি করা হয়। আরেকটি হচ্ছে সফট সেল কাঁকড়া চাষপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্লাস্টিকের বাক্সের ভেতরে কাঁকড়ার চাষ করা হয়। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০২৫)

নিরাপদ আমিষ নিশ্চিত করা হলে মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, নিরাপদভাবে দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস উৎপাদন নিশ্চিত করা হলে জনগণের প্রয়োজনীয় আমিষ ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে এবং সেক্ষেত্রে মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন অনেকটাই কমে যাবে। উপদেষ্টা শনিবার (১২ জুলাই ২০২৫) চন্দনাইশ উপজেলা মিলনায়তনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় খামারিদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশে হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও মাছ উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার যতটুকু সম্ভব কমাতে হবে। প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদের মাঝে নিরাপদ উৎপাদনের বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

কর্মকর্তাদের আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমানে খামারিরা নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল সংকট থাকলেও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তারা নিরলসভাবে চিকিৎসা ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। এতে অনেক খামারি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ সময় তিনি সরকারি সহায়তার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উপদেষ্টা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানোত্তর নতুন বাংলাদেশের পথে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ড. মো. আতিয়ার রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও মৎস্য খামারিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

মা ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞার সময় জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ রাজশাহীতে

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৫-এর অংশ হিসেবে রাজশাহীতে ১০২৮ জন জেলের মাঝে ২৫ কেজি করে মোট ৩০.১ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে ৫টায় রাজশাহীর হাড়ুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই চাল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগের উপপরিচালক আবু সাঈদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পরিচালক অসীম কুমার ঘোষসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ। মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই নিষেধাজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় জেলেরা যাতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন, সে লক্ষ্যেই চাল বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণে সরকার ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত ২২ দিনের জন্য সারাদেশে ইলিশ মাছ ধরা, পরিবহন, মজুদ, বিক্রি ও বিনিময় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি, নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা জেলেদের জন্য খাদ্য সহায়তার ব্যবস্থা করেছে সরকার। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

লিটনের মৎস্য খামারে বছরে মাছ উৎপাদন ৪২০ টন

বাংলাদেশ গত কয়েক বছর আগে মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এই অর্জনের পেছনে যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার ২ নং উত্তর দুর্গাপুর ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী লিটন। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে কুমিল্লা জেলা সারাদেশে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত মাছ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই জেলায় মাছ উৎপাদনের এই বিশাল পরিমাণে অবদান রাখছেন এমন মৎস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে লিটন অন্যতম। বিদেশে পাড়ি জমিয়ে ভাগ্য ফেরানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন মোহাম্মদ আলী লিটন। বহু চেষ্টা করেও সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে তিনি হার মানেননি। নিজের মাটি, নিজের জলেই তিনি গড়েছেন সাফল্যের নতুন এক দৃষ্টান্ত। এখন তিনি কুমিল্লা জেলার অন্যতম সফল একজন মৎস্য উদ্যোক্তা; যার খামার ৭০ একর জুড়ে বিস্তৃত এবং যেখান থেকে বছরে উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৪২০ টন মাছ। ২০১০ সালে মাত্র ৬ মাসের জন্য দুইটি পুকুর লিজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেন তিনি। প্রথম বছরেই ব্যবসায় আয় হয় প্রায় দুই লাখ টাকা। মোহাম্মদ আলী লিটন জানান, মাছের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নিয়মিত। কৃষি ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে খামার সম্প্রসারণ করেছেন এবং ফিড কোম্পানিগুলোর সহায়তাও পাচ্ছেন। সফলতা শুধু মৎস্য খাতেই নয়-লিটন গড়ে তুলেছেন একটি প্রাণিসম্পদ খামারও। কাচারীতলায় স্থাপিত খামারে প্রথমে ৩ হাজার লেয়ার মুরগি দিয়ে শুরু করেছিলেন। এখন সেই খামারে রয়েছে ১০ হাজার লেয়ার এবং ৩ হাজার সোনালী মুরগি। তিনি কুমিল্লা জেলা পর্যায়ে সফল মৎস্য খামারি হিসাবে ২০১৩ সালে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন এবং পেয়েছেন বিশেষ সম্মাননা। এখন তার স্বপ্ন জাতীয় পর্যায়ে সম্মাননা অর্জন করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি। (সূত্র: মো. খালেক হাসান, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, কুমিল্লা)

আজিজের খামারে প্রতিদিন ১১০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়

ডেইরি শিল্প এখন আর কেবল গ্রামীণ অর্থনীতির অংশ নয় এটি রীতিমতো একটি সম্ভাবনাময় খাত, যেখানে নিষ্ঠা, প্রযুক্তি আর পরিকল্পনা থাকলে সাফল্য নিশ্চিত। কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার দক্ষিণ সিলোনিয়া গ্রামের মো. আব্দুল আজিজ সেই উদাহরণ। যিনি শখের বসে শুরু করা একটি গরু দিয়ে গড়ে তুলেছেন দেশের অন্যতম আধুনিক ডেইরি খামার। বর্তমানে তার খামারে ২৫০ গরু রয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১১০ লিটার দুধ সংগ্রহ করা হয় এই খামার থেকে। শুরুটা হয়েছিল ২০০৩ সালে। তখনকার যুবক আজিজ শখ করে একটি গাভী কিনে রাখেন বাড়ির পাশে। উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা বাড়তি আয়ের আশায় দুগ্ধ বিক্রি করা। তখন তিনি কল্পনাও করেননি, এটি একদিন তার জীবনের মূল পেশা হয়ে দাঁড়াবে। সময়ের সাথে সাথে যত্ন, মনোযোগ এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি বাড়াতে থাকেন তার খামারের পরিধি। একে একে গাভীর সংখ্যা বাড়ে ১ থেকে ৮, আর আজ ২০২৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৫০ গরুতে। **খামার ব্যবস্থাপনা:** বর্তমানে তার খামারটি ১৩ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। খামারে রয়েছে হলেস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের উন্নত গরু, ২০টিরও অধিক বাছুর এবং বেশ কিছু গর্ভবতী গাভী। প্রতিটি গরুর জন্য আলাদা শেড রয়েছে, যা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালিত হয়। রোগ প্রতিরোধ, নিয়মিত টিকা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় রয়েছে নির্দিষ্ট সময়সূচি ও প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। এখান থেকে প্রতিদিন প্রায় ১১০ লিটার দুধ সংগ্রহ করা হয়, যা স্থানীয় বাজারে সরবরাহের পাশাপাশি খামারেই ঘি, দই ও মিষ্টিতে রূপান্তর করা হয়। এতে তৈরি হয়েছে এক নতুন মূল্য সংযোজনের চেইন, যা তার আয়কে বহুগুণে বাড়িয়েছে। **পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ:** আব্দুল আজিজ শুধু উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নন, পরিবেশ সংরক্ষণের দিকেও সমান মনোযোগী। খামারের গোবর ব্যবহার করে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট । এখান থেকে উৎপাদিত গ্যাস ব্যবহার করেন নিজের বাড়ির রান্নার কাজে ও খামারের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে। এতে খরচ কমেছে, বেড়েছে টেকসই ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহারকৃত গোবর তিনি পরে জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করেন পাশাপাশি তিনি বিক্রিও করেন। **গো-খাদ্যে স্বনির্ভরতা:** ঘাস চাষ ও সাইলেজ খামারে প্রাণীদের খাবার যোগান দিতেও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। তিনি ৮ একর জায়গা জুড়ে চাষ করছেন উন্নত জাতের ঘাস যেমন জার্মান, জাম্বো ও পাকচং। সেখান থেকে তিনি তৈরি করেন সাইলেজ, যা গরুর জন্য একটি পুষ্টিকর ও সাশ্রয়ী খাদ্য। বছরে গড়ে ৪২০ টন সাইলেজ উৎপাদন করে তিনি খামারেই সংরক্ষণ করেন। এতে মৌসুমি খাদ্য সংকট মোকাবিলায় তিনি হয়ে উঠেছেন স্বনির্ভর। খামার পরিচালন-ায় তার পরিবারের পাশাপাশি নিয়োজিত রয়েছে ২৭ জন কর্মচারী; যাদের জন্য এই খামারটি একটি জীবিকার উৎস। (প্রতিবেদক: লিমা আক্তার, সহকারী তথ্য কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, কুমিল্লা)

অতিরিক্ত বালাইনাশকে হাওরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, হাওর বাংলাদেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট বোরোধান উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক হাওরাঞ্চল থেকে আসে। কিন্তু কৃষিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে হাওরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। উপদেষ্টা রবিবার (৩১ আগস্ট ২০২৫) সকালে মিঠামইন উপজেলা পরিষদ হলরুমে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার নিবন্ধিত মৎস্যজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জ যৌথভাবে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, হাওরাঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় কৃষি খাতে বালাইনাশক ব্যবহার সীমিত করতে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কীভাবে কৃষিতে বালাইনাশক কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং একই সঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে কাজ চলছে। এ সংক্রান্ত যে ঘোষণা আসবে, তা সবাইকে মেনে চলতে হবে। ইজারা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিশোরগঞ্জ হাওরে বর্তমানে ৪৫টি ইজারামুক্ত জলাশয় ও ৩১২টি ইজারাকৃত জলাশয় রয়েছে। সরকার চায় একমাত্র প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই যেন ইজারা পেতে পারে সে লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ে কাজ করা হচ্ছে। পরে উপদেষ্টা গাবতলী ব্রিজ সংলগ্ন ইটনা হাওরে ৫৫০ কেজি পোনামাছ অবমুক্ত করেন। (সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জরুরি ও সমন্বিত কার্যক্রম

অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জরুরি ও সমন্বিত কার্যক্রম শুরু। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গবাদিপশুর মধ্যে অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় রোগটির বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জরুরি ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত জুনোটিক রোগ, যা গবাদিপশু থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে গবাদিপশুর টিকাদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, উঠান বৈঠক, পথসভা, লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর তড়কা রোগ প্রতিরোধে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করেছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে আক্রান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণ, অসুস্থ পশু জবাই প্রতিরোধ এবং খামারের প্রতিটি পশুকে টিকার আওতায় আনতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। "ওয়ান হেলথ" কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিয়মিত উঠান বৈঠক ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করছেন-অসুস্থ পশু জবাই না করা, মৃত এবং অসুস্থ পশু খোলা স্থানে বা পানিতে না ফেলা, বরং গভীরভাবে মাটিচাপা দেয়া এবং যে কোনো পশুজনিত অসুস্থতার ক্ষেত্রে দ্রুত নিকটস্থ ভেটেরিনারি হাসপাতাল বা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রংপুর ও গাইবান্ধা জেলাকে অ্যানথ্রাক্সে (তড়কা) বেশি আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অতিসত্বর প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই) রংপুর বিভাগে প্রায় ৩০ লক্ষ অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) টিকা সরবরাহ করবে, যার মধ্যে রংপুর ও গাইবান্ধা জেলাতেই ২০ লক্ষ টিকা প্রেরণ করা হবে। রংপুর জেলার নয়টি উপজেলায় পীরগাছা (৫৩,৪০০), কাউনিয়া (৩৪,০০০), রংপুর সদর (২৬,৫০০), মিঠাপুকুর (৩৪,৫০০), গংগাচড়া (৪,৮০০), তারাগঞ্জ (৪,৩০০), বদরগঞ্জ (৫,০০০) ও পীরগঞ্জ (৫,০০০) এখন পর্যন্ত ১,৬৭,০০০ গরুতে টিকা প্রয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া উঠান বৈঠক, পথসভা এবং প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার ৩৬টি কসাইখানায় গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ৩৬টি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়া গবাদিপশুতে অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) টিকা প্রদানের জন্য ৩২টি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে (মিঠাপুকুর ১৭টি, পীরগাছায় ৮টি ও কাউনিয়ায় ৭টি)। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ২৬,৪০০ গরুতে টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। আক্রান্ত এলাকায় দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গরু পুঁতে ফেলা, টিকাদান, মাইকিং, উঠান বৈঠক এবং লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৫,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৫টি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। রক্তের ১১টি নমুনা পরীক্ষায় সবগুলো নেগেটিভ পাওয়া গেলেও সংগৃহীত ১১টি মাংসের নমুনার মধ্যে ১০টি পজিটিভ পাওয়া গেছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) সংক্রমণের উৎস ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর উচ্চ পর্যায়ের একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করেছে। টিমটি আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করে শিগগিরই প্রতিবেদন দাখিল করবে। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অ্যানথ্রাক্স (তড়কা) প্রতিরোধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। (সূত্র: নিজস্ব প্রতিবেদক)

মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি: সুনীল অর্থনীতিতে দেশেই ক্যারিয়ার

মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি বিভাগ মৎস্যবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি শব্দটাই বলে দিচ্ছে এ বিভাগের পড়াশোনা সমুদ্র ও সামুদ্রিক মাছ নিয়ে। পৃথিবীতে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের অংশ বেশি; শতকরা ৭১

শতাংশ হলো জল, বাকিটা স্থল। এ বিশাল জলরাশিতে রয়েছে অনেক ধরনের বৈচিত্র্যময় মাছ, বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, এর একটা বড় অংশ আসে সমুদ্র থেকে, অর্থাৎ সামুদ্রিক উদ্ভিদ কণা থেকে। আবার উত্তাল সমুদ্রের কারণে বড় রকমের দুর্যোগ ঘটতে পারে যেমনঃ সাইক্লোন, সুনামি ইত্যাদি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে তাকিয়ে আছেন সমুদ্র বক্ষের সঞ্চিত সম্পদের দিকে। ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার জোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হতে হবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি নানাভাবে অবদান রেখে চলেছে। প্রতি বছর ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্র ঘিরে। বিশ্বের ৪০৩ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্র তলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র থেকে। সমুদ্র সম্পর্কে পড়াশোনা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে পৃথিবীতে সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতি বেশ সম্ভাবনাময়। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নখাত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তির পর বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বাংলাদেশের অধিকৃত এ বিশাল অঞ্চলের সামুদ্রিক মাছ হতে পারে বছরে বিলিয়ন ডলারের রফতানি পণ্য। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় রয়েছে সীমাহীন সম্পদ। শুধু আবিষ্কারের অপেক্ষায়। এ সম্পদ দেশের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে দেবে। এছাড়া খনিজ, জ্বালানি সম্পদ প্রতিনিয়তই জমছে বঙ্গোপসাগরের বুকের ভেতর। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পলিমাটি জমছে বছরে ২০০ কোটি টন। টেনে আনছে নদী। এতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ, জ্বালানি সম্পদ জমা হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গোপসাগরে তেল, গ্যাস ও ভারী খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারী খনিজের মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, গার্নেট, কোবাল্টসহ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এসব সম্পদ থেকে বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের আমদানি-রফতানির ৯০ শতাংশই সম্পাদিত হয় সমুদ্র পথে। দেশে ও বিদেশে সামুদ্রিক মৎস্য ও সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ গ্র্যাজুয়েটরা বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্পারসো, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মেরিটাইম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্লু-ইকোনমি সেল এবং বিসিএস ক্যাডারে কাজের সুযোগ পেতে পারেন। পাশাপাশি অনেকেই বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা; যেমনঃ ইউএনডিপি, এফএও, ওয়ার্ল্ড ফিশ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড প্রভৃতিতে কাজ করছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ব্লু-কার্বন গবেষণা, ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলোতেও চাকরির সুযোগ বাড়ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যানালিস্ট, ব্লু-কার্বন স্পেশালিস্ট, কোস্টাল রেজিলিয়েন্স অফিসার কিংবা মেরিন পলিসি অ্যানালিস্ট হিসেবেও ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারবেন। (সূত্রঃ আবদুল্লাহ আল হাসান, সহকারী অধ্যাপক, মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওশানোগ্রাফি বিভাগ)

দেশের প্রথম বাণিজ্যিক ঘোড়ার খামার

ময়মনসিংহের সদর উপজেলার বেগুনবাড়ী ইউনিয়নের কোকিল গ্রামে মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সঞ্জুর হাতে গড়ে উঠেছে দেশের প্রথম বাণিজ্যিক ঘোড়ার খামার। খামারটির নাম সঞ্জু হর্স ফার্ম। খামারের মালিক সঞ্জু অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ পাশ করেছেন। তিনি স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম নুরুল ইসলাম মাস্টারের ছেলে। বর্তমানে তার খামারে রয়েছে দেশ ও বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা দ্রুতগতির ১০টি ঘোড়া। এ খামারে রয়েছে সিন্দি, মারোয়াড়ি ও নোকড়া জাতের চোখ জুড়ানো ঘোড়া। প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য ২ থেকে ৫ লাখ টাকা। জানা যায়, ছোটবেলা থেকেই সঞ্জু ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ করতেন। আর এ কারণেই ২০০৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়ে মায়ের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা নিয়ে একটি ঘোড়া কিনে শুরু করেন রেস। এতে তিনি সফল হন। সেনাবাহিনী ও আনসার একাডেমি এ খামার থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করেছে। এছাড়া শখের বশে উচ্চবিত্তরাও কিনে নিচ্ছে এসব ঘোড়া। তিনি বলেন, ঘোড়াকে আপনি যা শেখাবেন তাই শিখবে। এ ঘোড়া নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে। সঞ্জু বলেন, ঘোড়াদৌড় ছিল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলা। কিন্তু বর্তমানে রেসের জন্য ভালো মানের ঘোড়া দেশে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মারোয়াড়ি ও সিন্দি এই দুই জাতের ঘোড়াই রেসের জন্য উত্তম। এ আবহাওয়ায় তাদের রোগবালাই কম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ঘোড়ার খামার খুবই সম্ভাবনাময়। দেশে ঘোড়ার চাহিদা থাকলেও নেই খামার। ফলে প্রতিবছর বিদেশ থেকে ঘোড়া আমদানি করতে হয়। এখন দেশের সরকার যদি আমাকে সহযোগিতা করে তাহলে দেশেই

ভালো মানের ঘোড়া উৎপাদন করা সম্ভব। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও ঘোড়া রপ্তানি করতে পারব। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ওয়াহেদুল আলম বলেন, ঘোড়ার খামারির সঙ্গে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ঘোড়াগুলোকে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া খামার মালিককে সব ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে বলে জানান তিনি। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ১০ আগস্ট ২০২৫)

মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত সচিবের মতবিনিময় সভা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের-এর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকাল ০৯ টায় মৎস্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুর রউফের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সমস্যা, বিশেষ করে জনবল সংকট, টিওএন্ডই অনুমোদন ও পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবদুর রউফ মৎস্য খাতের সাম্প্রতিক অর্জন, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ করণীয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সমস্যার সমাধান এবং মাঠপর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ও অর্জনসমূহ ব্যাপকভাবে পৌঁছে দিতে পারলে এ খাত দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। মতবিনিময় সভায় মৎস্য অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। (সূত্রঃ মৎস্য অধিদপ্তর)

বিড়ালের খাবার আমদানি বছরে ৪০০ কোটি টাকার

দেশে শখ করে বিড়াল পোষার প্রবণতা বাড়ছে। এতে বড় হচ্ছে এই প্রাণীর জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবারের বাজার। তিন বছর আগে রাজধানী ঢাকার কাঁটাবন থেকে দেশি-বিদেশি মিশ্র জাতের একটি বিড়ালছানা কিনেছিলেন ব্যবসায়ী কাজী ফারুকুল ইসলাম। প্রথমে তাঁর স্ত্রী কিছুটা এতে বিরক্ত হলেও এখন ‘নেকো’ নামে সেই বিড়ালের সবচেয়ে বেশি যত্ন নেন তিনিই। প্রাণীটির জন্য মাসে দুই কেজি ক্যাট ফুডের (বিড়ালের জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার) পেছনে ব্যয় হয় হাজার খানেক টাকা। সেই সঙ্গে কাঁচা মাছ আর সেদ্ধ মুরগি মিলিয়ে মাসে বিড়ালটির পেছনে খাবারের ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় তিন হাজার টাকা। তবে এমন কিছু জাতের বিড়াল আছে, যেগুলাকে তিন বেলাই ক্যাট ফুড খাওয়াতে হয়। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, দেশে এরই মধ্যে ক্যাট ফুড তথা বিড়ালের খাবারের ৫০০ কোটি টাকার বাজার গড়ে উঠেছে। এতে দেশীয় খাবারের হিস্যা ১০০ কোটি টাকার মতো। বাকি প্রায় ৪০০ কোটি টাকার খাবার বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে করোনার পর থেকে বিড়াল পোষার প্রবণতা বেড়েছে। এতে খাবারের চাহিদাও বেড়েছে। তবে দেশে এখনো বিড়ালের জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার সেভাবে খুব একটা তৈরি হচ্ছে না। সে জন্য এ ধরনের খাবার আমদানি করতে হয়। গত বছর দেশে বিড়ালের খাবার তৈরির প্রথম কারখানা চালু হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০২৪-’২৫ অর্থবছরে দেশে মোট বিড়ালের খাবার আমদানির পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার ১৫৬ টন। দেশীয় মুদ্রায় এই খাতে আমদানি ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৯৪ কোটি ১২ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)। মাঝারি মানের ক্যাট ফুড প্রতি কেজি বিক্রি হয় ৫০০ থেকে ৭০০ টাকায়। এই শ্রেণিতে রয়েছে মেও, ক্যাটি বস, ক্যাপ্টেন, জঙ্গল, পাওপাও ইত্যাদি। কমের মধ্যে স্মার্ট হার্টের দাম পড়ে ৩০০ টাকা কেজি। মেও ও স্মার্ট হার্ট বেশি বিক্রি হয় বলে জানান বিক্রেতারা। রাজধানীর কাঁটাবনে রয়েছে বিড়াল ও পাখির খাবারের পুরোনো বাজার। সেখানে ৩০টির বেশি দোকান আছে। তবে এখন মোহাম্মদপুর, মিরপুর, বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পশুপাখির খাবার পাওয়া যায়। সারা দেশে জেলা পর্যায়ে এমন অনেক দোকান গড়ে উঠছে। (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি

বাংলাদেশের মৎস্য খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ খাত শুধু দেশের খাদ্য চাহিদা মেটাচ্ছে তা না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিশেষ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে মৎস্য খাতের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ উভয়ই রয়েছে। মৎস্য খাত সবচেয়ে উৎপাদনশীল এবং গতিশীল খাতগুলির মধ্যে একটি হওয়ায়, গত কয়েক দশক ধরে অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ মৎস্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই খাত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনার দাবি রাখে। মৎস্য খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২.৫৩ শতাংশ এবং ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে (বিবিএস ২০২৪) সামগ্রিক কৃষি খাতে মৎস্য খাতের অবদান ২২.২৬ শতাংশ । জনসংখ্যার প্রায় ১২% বা প্রায় ২ কোটি মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্য খাতের অধীনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত। বাংলাদেশ মাছ, চিংড়ি এবং অন্যান্য মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে; যা মোট জাতীয় রপ্তানি আয়ের ০.৯১% অবদান রাখে (EPB-২০২৪)। ২০২৩-'২৪ সালে বাংলাদেশ ৭৭ হাজার মেট্রিক টন মাছ এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৫৩১.৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে। নদীগুলোতে লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশের ফলে মিঠা পানির মাছ ও প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন ঘটছে। মাছের আবাসস্থল, বিচরণক্ষেত্র, অভিপ্রয়াণ ও প্রজনন প্রভাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর ধারাবাহিক ক্রম অবনতির ফলে মাছের অনেক আচরণগত বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মাছের প্রজাতি-বৈচিত্র্যে। ফলে মৎস্য উৎপাদন তথা দেশীয় মাছ উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিশেষকরে জমিতে অতি মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ, পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন এবং মাছের প্রজনন মৌসুমে নির্বিচারে মাছ ধরার কারণে এখন আর পরিচিত অনেক দেশি মাছের সন্ধান মেলে না। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মোট ২৬১ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে। ২০১৫ সালের আইইউসিএন (IUCN) এর তথ্য অনুযায়ী এর মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। তবে দেশীয় এ মাছ যাতে মানুষের পাতে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এবং দেশীয় মাছ যাতে বিলুপ্ত না হয় সেজন্য সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে ১১০টি দেশীয় মাছ সরবরাহ করা হয়েছে, যা দেশীয় মাছের বংশগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। এছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ৪১ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় মিঠা পানির দেশীয় মাছ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যেসব অঞ্চলে এ মাছ বিলুপ্ত হবে, লাইভ জিন ব্যাংক থেকে সে অঞ্চলে মাছের পোনা সরবরাহ করা হবে। যাতে সে অঞ্চলে নতুন করে দেশীয় মাছের বিস্তার হতে পারে। কথায় আছে মাছের পোনা, দেশের সোনা। আর দেশি মাছ পুষ্টির আধার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, দেশের ইলিশ, মৎস্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত জলাশয়ে প্রায় ৬৬৯টি মৎস্য অভয়ারণ্য এবং ছয়টি ইলিশ অভয়ারণ্য স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের কারণে, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিপন্ন প্রজাতির প্রাচুর্য দেখা গেছে, যা জলজ জীববৈচিত্র্যকে উন্নত করছে। বিশেষ করে, দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, উন্মুক্ত, বদ্ধ ও সামুদ্রিক এরিয়ায় নিরাপদ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের ভূমিকা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। এবার (২০২৫) "অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি" প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ১৮ আগস্ট হতে ২৪ আগস্ট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০২৩-'২৪ সালে মোট ৫০.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে। যেখানে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় (কৃষি) মোট মাছ উৎপাদনে ২৮.১৩% (১৪.১২ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় (কৃষি) ৫৯.৩৪% (২৯.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন) অবদান রাখে। সুতরাং, মোট মাছ উৎপাদনের ৮৭.৪৭% আসে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ থেকে। সরকারের নানা উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের মৎস্য খাতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশ এখন মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মৎস্য উৎপাদনে আমাদের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। দেশে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও মুক্ত জলাশয়ের এখনো বহু প্রজাতির মাছ বিদ্যমান এবং এসব মাছ যথামাত্রায় বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে; যাতে করে মা মাছ সারা বছর প্রতিটি মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্রের অভয়াশ্রমে অবস্থান করতে পারে। উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞদের অভিমত অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে এসব জলাশয় থেকে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার হাওড়ের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। যার ফলে মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং গ্রামবাংলায় এ খাতে নিয়োজিত মানুষের আয়ও বাড়বে। পূর্ণতা পাবে দেশের সার্বিক সমৃদ্ধি। (লেখক: মো. সামছুল আলম, গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর)।

জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কুকুর বা বিড়ালের কামড় ও আচড়ের মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপদেষ্টা শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এ বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, মাস ডগ ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম, শেল্টার ও রেসকিউ সেন্টার, এনিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাক্ট ২০১৯ এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে হবে। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, জলাতঙ্কের শেষ পর্যায়ের আগে বেশ কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু আমরা সাধারণত কুকুর বা বিড়ালের আচড়কে গুরুত্ব দিই না। শুধু কামড় দিলে অথবা আচড়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে চিকিৎসার কথা চিন্তা করি। অথচ এসব ক্ষেত্রে দেরি না করে শুরুতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ ঔষধাগারের পরিচালক ডা. মো. শাহিনুর আলম। তিনি তার প্রবন্ধ উপস্থাপনায় বলেন, বিশ্বের ১৫০টি দেশে জলাতঙ্ক রোগ বিস্তৃত রয়েছে। এই রোগে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ মারা যায়। আর এ রোগে বিশ্বে আর্থিকভাবে ৮.৬ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ড. মো. আবু সুফিয়ান বলেন, মানব স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কুকুরের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে। এ মুহূর্তে রোগ নিয়ে গবেষণা করাও দরকার। উল্লেখ্য, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উপলক্ষ্যে" প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। (সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)

স্থানীয়ভাবে ডাক প্লেগ রোগের ভাইরাস সংগ্রহ করে বাকৃবির গবেষক দলের “ইনঅ্যাক্টিভেটেড এবং লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড” ভ্যাকসিন তৈরি

হাঁসের প্লেগ রোগের বিস্তার ঠেকাতে “ইনঅ্যাক্টিভেটেড এবং লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড” ডাক প্লেগ নামের দুটি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। গবেষক দলের প্রধান হিসেবে রয়েছেন বাকৃবির ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ড. মো. বাহানুর রহমান। গবেষক দলে আরও ছিলেন পিএইচডি ফেলো ডা. লায়লা ইয়াসমিন এবং প্রকল্পে কো-পিআই হিসেবে যুক্ত ছিলেন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ফেরদৌস উর রহমান খান। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। প্রধান গবেষক অধ্যাপক ড. মো. বাহানুর রহমান বলেন, উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন দুটির সফলভাবে পরীক্ষাও করা হয়েছে। বাংলাদেশের হাঁস খামারিদের জন্য যা একটি বড় সুখবর। রোগের প্রেক্ষাপট ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যাপক ড. মো. বাহানুর রহমান বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রথমে মৃত হাঁস সংগ্রহ করা হয়। নমুনা সংগ্রহের পর দেখা যায়, সিংহভাগ হাঁসেরই মৃত্যু হয় ডাক প্লেগ রোগে। এই প্যাথোজেনিক ডাক প্লেগ ভাইরাস হাঁসের ডিমের ভ্রূণে প্রবেশ করিয়ে বংশবৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেখান থেকে ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে। ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে গবেষক বাহানুর বলেন, ভ্যাকসিনটি পরীক্ষামূলকভাবে কিছু হাঁসের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জ টেস্টে দেখা গেছে, এই ভ্যাকসিনটি ৮৮ শতাংশ সুরক্ষা প্রদান করেছে। অন্যদিকে যে হাঁসগুলোকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি, সেখানে ৯৩ শতাংশ হাঁস মারা গেছে। তিনি আরও যোগ করেন, ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনটি স্বল্পমেয়াদে এবং লাইভ অ্যাটেনিউয়েটেড ভ্যাকসিনটি দীর্ঘ মেয়াদে হাঁস লালন পালনে সুরক্ষা দেবে। গবেষক আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালির মাধ্যমে খুব দ্রুতই দুটি ভ্যাকসিন খামারিদের কাছে পৌঁছবে। (সূত্র: দৈনিক কালবেলা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এ
৯টি ক্যাটাগরিতে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এ
মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্বর্ণপদক অর্জন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এ
মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও
সম্প্রসারণে রৌপ্যপদক পেলেন মো. মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী,
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লক্ষীপুর

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ডিমের পুষ্টিগুণ

ডিম: পুষ্টির এক ছোট্ট ভাণ্ডার

ডিম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার যা সহজলভ্য এবং আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি ডিমে প্রায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। এটি প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস যা পেশি গঠন ও মেরামতের জন্য অপরিহার্য। একটি মাঝারি আকারের ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম উচ্চ-মানের প্রোটিন থাকে।

ডিমের প্রধান পুষ্টি উপাদানগুলো হলো

প্রোটিন ডিমের সাদা অংশে (Egg White) প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং এর কুসুমে (Yolk) সব ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতি একে একটি সম্পূর্ণ প্রোটিনের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে।

ভিটামিন ডিমে আছে ভিটামিন ডি, বি'১২, এ, বি'২ (রাইবোফ্ল্যাভিন) এবং 'বি'৫ (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড)। ভিটামিন 'ডি' হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, 'বি'১২ স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং ভিটামিন 'এ' দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী।

খনিজ পদার্থ এটি আয়রন, ফসফরাস, সেলেনিয়াম এবং জিঙ্কের একটি ভালো উৎস। সেলেনিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আর আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যকর চর্বি ডিমের কুসুমে স্বাস্থ্যকর মনোআনস্যাচুরেটেড (monounsaturated) এবং পলিআনস্যাচুরেটেড (polyunsaturated) ফ্যাট থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

কোলিন (Choline) ডিম হলো কোলিনের অন্যতম সেরা উৎস। এটি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, স্নায়ু ও লিভারের কার্যকারিতার জন্য খুবই জরুরি। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের জন্য কোলিন একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান, যা ভ্রূণের মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ডিমে লিউটেইন (Lutein) এবং জিয়াজেনথিন (Zeaxanthin) নামক দুটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এই উপাদানগুলো চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং বয়স্কদের মধ্যে ছানি পড়ার ঝুঁকি কমায়। এটি শরীরের ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে। ডিম বিভিন্নভাবে খাওয়া যায় সেদ্ধ, ভাজা, পোচ বা অমলেট হিসেবে।

ডিমের উপকারিতা

পেশি গঠনে সাহায্য করে ডিমে থাকা উচ্চ মানের প্রোটিন পেশি গঠনে সহায়ক এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ করে।

হাড়ের জন্য উপকারী ডিমের কুসুমে থাকা ভিটামিন ডি হাড়কে শক্তিশালী করে এবং ক্যালসিয়ামের শোষণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে ডিমে থাকা ভিটামিন এ চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরত্বপূর্ণ।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় ডিমের মধ্যে থাকা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান স্মৃতিশক্তি এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ডিম খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে, যা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ কমাতে সাহায্য করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ডিমে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

Food And Agriculture Organization এর তথ্য মতে, সুস্থ থাকতে প্রতিদিন ১-২টি ডিম খাদ্য তালিকায় রাখা যেতে পারে।

জনসচেতনতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়